নবপ্রবন্ধসার।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়

প্রণীত।

NABA PRABANDHA SARA.

OR

MORAL AND ENTERTAINING ESSAYS,

IN BENGALI,

FOR THE USE OF COLLEGES & SCHOOLS IN BENGAL.

BY

MOHENDRA NATH ROY.

CALCUTTA:

PRINTED BY G. P. ROY & CO. No 67, EMAUMBARRY LANE,
COSSITOLLAH.

1857.

ভূমিকা।

নবপ্রবন্ধসার প্রকাশিত হইল। ইহাতে কয়েকটী নীতি-গর্ভ প্রস্তাব নিবেশিত হইয়াছে। যখন ইহা লিখিতে আরম্ভ করি, তখন প্রকাশ করিব, এমত আশা ছিল না। পরে আমার দুই তিন পণ্ডিতবর আত্মীয়কে দেখাইবায় তাঁহারা ইহা মুদ্রিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহাদের উৎসাহে সাহসী হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। কিন্তু ইহা সর্ব্ব কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবেক কি না, বলা যায় না। কেননা, ইহার রচনায় যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। গ্রন্থকার স্বরূপে প্রকাশ হওয়া আমার পক্ষে বড় অহঙ্কারের কর্ম্ম। ফলে এমত ভরসা আছে, বিদ্বজ্জনগণ ক্ষীরগ্রাহী মরালের ন্যায় সকল দোষ পরিহার পুরঃসর ইহাকে আদর ও গ্রাহ্য করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকৃত ও কৃতার্থ হইব।

কলিকাতা হিন্দুস্কুল।
২৬ বৈশাখ, ১২৬৪

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

সূচি পত্র।

সূচি পত্র

নবপ্রবন্ধসার।

মনুষ্যত্ব।

জগদীশ্বর কর্ত্তৃক যত জীব সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাক্‌শক্তি, বিবেচনা শক্তি, হিতাহিত জ্ঞান ও নানাবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা তিনি ঐ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নতুবা যদ্যপি কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে তাঁহার জীবন যাপিত হইত, তবে পশ্বাদি হইতে তাঁহার কোন প্রভেদ থাকিত না। তিনিও এক দ্বিপদ পশু মধ্যে পরিগণিত হইতেন। কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে দুর্জ্জয় মৃগেন্দ্রকে, মত্ত মাতঙ্গকে বশীভূত করিয়াছেন; দুর্গম অর্ণবকে সুগম করিয়াছেন; কত কত দুঃসাধ্য কর্ম্মে কৃতকর্ম্মা হইয়াছেন।

যদিও মানব জাতি জন্মাবধি সর্ব্বাশ্রয়বিহীন, কিন্তু এক মাত্র বুদ্ধি সহকারে সর্ব্ব জীবোপরি

আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া, কি পরম সুখ-সচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতেছেন। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়া পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর জীব জন্তু অনায়াসে আহার ও বাসস্থান প্রাপ্ত হয়। প্রচণ্ড তপন তাপে কিম্বা অতি ভীষণ তুষার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য হয় না। নিবিড় অরণ্যে, কি পর্ব্বতে, কি গহ্বরে, কি মরুভূমে, কি অর্ণব কূলে বাস করিলে তাহাদের ক্লেশ হয় না। যথেচ্ছ ভক্ষণ করিলে তুষ্টি লাভ করে। কেহই কাহার সাহায্য প্রত্যাশা করে না। কিন্তু আমরা অবনিমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অন্নাচ্ছাদনাদি জীবনের সকল সুখসচ্ছন্দ রক্ষার প্রত্যেক বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যে নির্ভর করি। নতুবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

বুদ্ধিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহা সুমার্জিত ও সুশাণিত না করিলে মনুষ্য কখনই প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারেন না। বিদ্যা সহকারে তাহা না করিলে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবলা হইয়া, তাহাকে অতি হীনদশাগ্রস্ত করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম

ও হিতাহিত বিবেচনা পরিশূন্য হইতে হয়। ধর্ম্মা-ধর্ম্ম হিতাহিত বিবেচনা পরিশূন্য হইলে পশ্বাদি ও মনুষ্যে কি প্রভেদ থাকে? অতএব বিদ্যা, ধর্ম্ম জ্ঞান ও নানা সদ্বিষয় আলোচনাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবং ঐ সকল প্রত্যেক বিষয় পর্য্যালো-চনার নিমিত্ত এক এক অবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সেই সময়ে তত্তদ্বিষয় বিহিত মত সাধনা ক-রিলে সর্ব্ব কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ।

বিদ্যা ব্যতীত মনুষ্য কখনই হিতসাধনে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করণে সমর্থ হয়েন না। বিদ্যাবিহীন মানবগণ বিবেকশক্তি বর্জ্জিত হইয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করেন। বিদ্যাই বুদ্ধিকে প্রখরতা প্রদানে সমর্থা। এই হেতু পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন।

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্ন গুপ্তং ধনং,
বিদ্যা ভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং,
বিদ্যা রাজসু পূজিতা শুচি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।

বিদ্যা মনুষ্যের রূপের স্বরূপ ও গুপ্তধন তুল্য হিতকারিণী। বিদ্যা হইতে মনুষ্য যশঃসুখ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্ব গুরু অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ গুরু। বিদেশ গমনে বিদ্যা পরম বন্ধুর ন্যায় সহায়তা করেন। বিদ্যা পরম দেবতা স্বরূপ রাজসমীপে পূজনীয়া। বিদ্যা অতুল্য ও অমূল্য নিধি। এমত বিদ্যাবিহীন জন পশু মধ্যে গণ্য। মূঢ় জনেরা আলস্য পরবশ হইয়া সুলভ বস্তু প্রাপ্ত হইতে সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট হয়। কিন্তু বিদ্বানেরা নিয়ত দুর্লভ দ্রব্য লাভার্থে সচেষ্ট হয়েন। মূঢ়েরা দৈব প্রতীক্ষায় কাল নষ্ট করে। বিদ্বানেরা নিজ শুভকর অভিলাষ সম্পাদনার্থ সদা উদ্যোগী থাকেন। এই হেতু তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যে জয় লাভ করেন। এবং ইহলোকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া (শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান্য ধর্ম্মনিষ্ঠতা হেতু) পরিণামে অনন্ত সুখ ভোগ করেন।

ভাষা জ্ঞানমন্দিরের দ্বার স্বরূপ। অনেক ভাষা জানিলেই যে বিদ্বান্ হয় এমত নহে, জ্ঞান প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য। অনেক ভাষা জানিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ না হইয়াছেন, তিনি কেবল মন্দিরের দ্বারে

প্রকারে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জগ-তের সকল পদার্থ ও তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, এবং বিশ্বনিয়ন্তা জগৎপিতা যে যে নিয়মে জগত পালন করিতেছেন, ও তত্তৎ নিয়মের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তদনুগামী হইয়া চলাই যথার্থ জ্ঞানীর কর্ম্ম। এবং এই জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী। যে মহাত্মা এই জ্ঞান রূপ নিধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মসুখে রত হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না; প্রাণ পণ চেষ্টায় সদা পরোপকারে রত থাকেন। এবং সদা পর দুঃখে দুঃখী ও পর সুখে সুখী হইয়া কাল হরণ করেন। ধন প্রাপ্ত হইলে অন্ধকারা দীনা ক্ষীণা মলিনা পতি পুত্রবিহীনা সহায়-হীনা অঙ্গনার অথবা অতি দীন সর্ব্বসহায়বিহীন, পঙ্গু ও উৎকট রোগাক্রান্ত, সর্ব্ব কর্ম্মে অপারগ বলহীন জনগণের দারিদ্র্য হরণ করেন। মূর্খকে বিদ্যা ও জ্ঞান দান করণে সদা তৎপর থাকেন, এবং সাধারণের মঙ্গল সাধনার্থ আপন যথাসর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত সমর্পণ করেন। কুরীত্যনুগামী ও কুকর্ম্মে প্রবর্ত্ত জনগণকে সদা বিহিত হিতোপদেশ প্রদান

করিয়া তাঁহাদিগকে সৎপথাবলম্বী করেন। অভিমানী ও ভ্রমবিকারযুক্ত মন হইতে ভ্রমান্ধকার দূর করেন। অর্থহীন হইলে বহুতর উদ্যোগ দ্বারা নিজ অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ করেন। (বিশেষ উদ্যোগ ও যত্ন দ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ করা না যায়।) এবং যদ্রূপ সুবাসিত পুষ্পচয়ে বাতাঘাত হইবা মাত্র তাহাদের সৌরভ দ্বারা চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার মহতী ক্রিয়া সমূহের যশঃ ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হয়। তিনি সদা পরোপকার রসে আর্দ্র। যিনি পরের উপকার করণে রত, তিনিই মহৎ মনুষ্য।

সুসজ্জীভূত বৃহৎ অট্টালিকোপরি বাস করিলে মহৎ হয় না. নানাবিধ সুদৃশ্য যানোপরি আরোহণ করিলে মহৎ হয় না, মহদ্বংশোদ্ভব হইলেও মহৎ হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি পরহিতে রত, যে ব্যক্তি তাপিত অন্তঃকরণের তাপ, দীনের দীনতা, মূর্খের মূঢ়তা হরণ করেন, যে ব্যক্তি সাধারণের মঙ্গল চেষ্টা ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে তৎপর ও যত্নবান, সেই ব্যক্তিই মহৎ। নতুবা নিজোদর পূরণ ও নিজ সুখান্বেষণ কে না করিয়া থাকে!

এই দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যে পাষণ্ডের হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র নাই, যে ব্যক্তি বিদ্যা ও জ্ঞানবিহীন হইয়া পরোপকারে বিরত, জগদীশ্বরাদেশিত কর্ত্তব্য সাধনে যাহার মতি নাই, সে ব্যক্তি মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তাহার মত কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা এ জগতে আর কে আছে!

মৃত ডেবিড হেয়ার ও জন হাউয়ার্ড মহাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিলে, আমরা কি প্রফুল্ল চিত্ত হই! কি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করি! যে জন্ম ভূমিকে স্বর্গাপেক্ষা সুখদ বোধ হয়, এক জন সেই জন্ম ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ভারত ভূমিতে আসিয়া অত্রস্থ লোক সমূহকে বিদ্যা দান করণার্থ কি পর্য্যন্ত যত্ন না করিয়াছেন। নিজে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াও যথাসর্ব্বস্ব আমাদের সুখের কারণ ব্যয় করিয়াছেন, ও তজ্জন্য কি লোকাতীত পরিশ্রম না করিয়াছেন।

আর এক জন স্বদেশ মায়া পরিহার পুরঃসর ইয়ুরোপের নানা দেশস্থ কারাবাসীগণের দুঃখ উন্মোচনের নিমিত্ত কি পর্য্যন্ত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার না করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই অধিক ধন

ছিল না। ধন থাকিলেই যে মহতী ক্রিয়া করিতে পারে এমত নহে, মন থাকিলেই সর্ব্ব কার্য্যে জয়লাভ হয়। ঐ দুই মহাত্মা ও তাঁহাদের ক্রিয়াদি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ স্বরূপ। তাঁহাদের কীর্ত্তি পতাকা অদ্যাপিও এ জগন্মণ্ডলে উড্ডীয়মানা রহিয়াছে, ও চিরকাল থাকিবেক। কত কত মহানুভাব দেশহিতৈষী মহোদয়গণ অলৌকিক মাহাপকারজনক কর্ম্মাদি দ্বারা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছিলেন। আবহমান চিরকাল তাঁহাদের নাম স্মরণীয় থাকিবেক, এবং যদ্যপিও তাঁহারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, অদ্যাপিও তাঁহাদের কীর্ত্তির যশঃ এজগতে জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছে।

চলচ্চিত্তং চলেদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

যেমত পরের উপকার করা মহৎ কর্ম্ম, তদ্রূপ পরের অপকার করার অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। এই হেতু পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে সর্ব্ব জীবকে আপনার মত জ্ঞান করাই জ্ঞানবানের কর্ম্ম।

আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃপশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

এই জগতের সকল পদার্থই কোন না কোন সময়ে নাশ প্রাপ্ত হইবেক। অতএব যে স্থানে সকলই ক্ষণধ্বংসী, সে স্থলে সৎপথাবলম্বন করিয়া চলা ও সাধ্যানুসারে অন্যের উপকার ও উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যখন মাতৃগর্ভ হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছিলাম, সুখ দুঃখ বোধ কিঞ্চিন্মাত্র ছিল না; ক্ষুধার্ত্ত হইলে, কিম্বা শারীরিক কষ্ট বোধ হইলে তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ ছিলাম; ক্রন্দন ব্যতীত আর কিছুই জানিতাম না; বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ জ্ঞান শূন্য ছিলাম; তখন কে আমাদের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া ও নানা অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছিল? আমরা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে, বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ও জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত, কে সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকে? আমাদের ভাবী সুখসাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত কে আগ্রহাতিশয় পূর্ব্বক সচেষ্ট হয়? নানা হিতোপদেশ দ্বারা কে আমাদিগকে সদনুষ্ঠানে মতি প্রদান করে, এবং

আমাদের মনে সত্যের ও ধর্ম্মের বীজ বপন করে? কে আমাদের দুঃখে আন্তরিক দুঃখী ও সুখে আন্তরিক সুখী হয়? অতএব, জনক জননী তুল্য আমাদের পরম মিত্র আর কে আছে? সেই পুত্র কি নরাধম, যে এই সকল বিস্মৃত হইয়া, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করিয়া তাঁহাদের সুখী করিতে পরাঙ্মুখ থাকে! পদে পদে তাঁহাদের মনে ক্লেশ প্রদান করে! সদা আত্মসুখান্বেষণে রত থাকে এক বার তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না!

যদি জনক জননী এবং অন্য ব্যক্তি হইতে আমরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি, তবে যাঁহা হইতে আমরা পিতা মাতা, দেহ, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি আমাদের সুখের নিমিত্ত অসংখ্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিলে আমরা কালদ্বয়ে পরম সুখ সংভোগ করিতে পারি, তবে সেই পরম কারুণিক বিশ্ববিধাতার প্রতি আমাদের আরও কত দূর কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্ববিধায়ে কর্ত্তব্য। এবং যে ব্যক্তির হৃদয়ে ইহা জাগরূক আছে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে

সমীপস্থ ও প্রত্যক্ষ জানিয়া কার্য্য করে, যে ব্যক্তি ইহলোকে সকল পদার্থ ক্ষণধ্বংসী জানিয়া, কেবল পরিণামে শুভকর ফল লাভ হেতু সৎপথ অবলম্বন করিয়া চলে ও সদনুষ্ঠান করে, সেই যথার্থ মনুষ্য। সেই ব্যক্তিই সাধু, সেই ব্যক্তিই ধন্য।

আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে কৃতকার্য্য হওনার্থ, তিনি নিন্দা ও গঞ্জনা ভয়ে ভীত হয়েন না, ও তজ্জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় না; মনোভিলাষ সম্পূর্ণ হইলে মনে মনে যে বিমল হর্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করেন, এবং তদ্ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা নাই।

অতএব সত্য কথা বলা, সত্য পথে চলা, পরোপকারে রত হওয়া, অপকারে বিরত হওয়া, বিদ্যা এবং জ্ঞান উপার্জ্জন ও বিতরণ করা, উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, সর্ব্ব জীবকে আত্মবৎ জ্ঞান করা, সর্ব্বজন মঙ্গলকর বিষয়ে উদ্যোগ ও যত্নবান হওয়া, পর দুঃখে দুঃখী ও পর সুখে সুখী হওয়া ইত্যাদি মনুষ্যের কর্ম্ম; এই সকল যিনি করেন তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। তিনি ইহকালে প্রতিষ্ঠা ভাজন, যশস্বী ও সর্ব্ব কর্ত্তৃক আদৃত ও পূজিত

হইয়া কাল যাপন করেন। পরিণামেও যে তিনি পরমপদার্থ প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হয়েন, তাহার সংশয় নাই।

সময়।

মনুষ্য মাত্রেই সময়ের স্বল্পতার জন্য সদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের এত অধিক সময় আছে, যে তাহাতে কত অসংখ্য অসংখ্য মহা মহা কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন তাহার নিরূপণ নাই। অধিকাংশই অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। অতএব যিনি সময় নাই সময় নাই বলিয়া খেদ করিতে থাকেন, ক্ষণ মাত্র বিলম্বেই সময়ের যে অত্যন্ত মন্দ গতি, ইহা তাঁহারই মুখে শুনা যায়।

অবস্থানুসারে সময় এমত এক গুরুতর ভার স্বরূপ জ্ঞান হইয়া উঠে, যে যতক্ষণ তাহা শীঘ্র গত না হয়, ততক্ষণ কখনই মনঃস্থির হয় না। যদি বৎসরান্তে কি যুগান্তে আমাদের কোন নানা সুখপ্রদ পরম ধন লাভ হইবেক, এমত আশা থাকে, সে স্থলে যাবধি সেই কাল গত না হয়, তাহার ত্বরিদ্ভাতির

কারণ কি ব্যগ্রচিত্ত হই, কি আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই সুখ সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। মধ্যস্থিত সময়ের প্রতি পলকও এক এক বৎসর বোধ হইতে থাকে।

সদা নানা সৎ ও হিতকর বিষয়াদি আলোচনা করিয়া অতি অল্পসংখ্য লোক কাল হরণ করেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক, যে এই পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আলস্য নিদ্রা, বিবাদ প্রভৃতি নানা অনর্থক কর্ম্মে কাল ক্ষয় করিতেছে। এই হেতু অনেকানেক বহুদর্শী সুভব প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা কি রূপে সময় যাপন করা কর্ত্তব্য, তাহার কতিপয় বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তন্মধ্যে সদা সদালোচনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত। মূর্খ ও দুর্জ্জয় রিপুপরবশ ব্যক্তি দুষ্কৃতকে হিতোপদেশ প্রদান, দরিদ্রের দারিদ্র্য ভঞ্জন, তাপিত ব্যক্তির সন্তাপ হরণ ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ব্যাপার সাধন, ঈদৃশ সদালোচনাতেই সজ্জনগণ সামাজিক কর্ম্ম নিষ্পাদন করেন। যখন সকল কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া নির্জনে থাকেন, তখন জ্ঞানানুশীলন ও নানা মহচ্চিন্তাতে কি পরম

সুখে তাঁহাদের কাল যাপন হয়। তখন তাঁহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই পরম পরাৎপর জগদীশ্বরের সুকৌশলসম্পন্ন সৃষ্টিকাণ্ডের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার প্রতি অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন। এবং প্রফুল্ল চিত্তে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। এইরূপে সজ্জনের কাল যাপন হয়। অতএব এই রূপেই সকলের কাল যাপন করা কর্ত্তব্য, যে জ্ঞান রূপ নিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে, নির্ব্বিঘ্নে, ও হৃষ্টচিত্তে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

বহু পরীক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জগদ্দুর্ল্লভ পরম নিধি প্রণয়পবিত্র মিত্র পাইয়া তৎসংসর্গে বাস ও তন্নিকটে আপন মনোভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া আন্তরিক সকল সুখ দুঃখ ব্যক্ত করেন, কিম্বা দোষ বর্জ্জিত পরিহাস সূচক কোন আমোদ প্রমোদ করেন, তিনি কি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন! এতদ্ব্যতীত নানা শাস্ত্রালোচনা, নানা দেশ পর্য্যটন ও তত্রস্থ রীতি নীতি ও ব্যবহারাদি পরীক্ষা, কখন কখন বিশুদ্ধ সংগীত শাস্ত্রালাপ ও

বিবিধ শিল্পবিদ্যা চর্চ্চা করিলে তাঁহার মনে মনে কত আনন্দের উদয় হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা দুর্লভ সময়ের কি সদ্ব্যবহার হয়।

দুর্ভাগ্য ক্রমে অস্মদ্দেশীয় বহুতর লোক উপযুক্ত কোন হিতজনক বিষয়াদিতে মনোনিবেশ না করিয়া, কেবল অনর্থক অনেক নিন্দনীয় কর্ম্মে কাল হরণ করেন। যত দিন বিদ্যার জ্যোতিঃ প্রভাবে সকলের মন হইতে মূঢ়তা জনিত ভ্রমান্ধকার দূরীকৃত না হইবেক, যত দিন জাত্যভিমান পরিশূন্য হইয়া সকলে বিবিধ শিল্প ও অন্যান্য শুভকরী বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত না হইবেন, যত দিন কতক গুলি বাপা কুরীতি ও কুপ্রবৃত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে দূরীকৃত না হইবেক, যত দিন দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা, অথবা পশুবৎ আহার, নিদ্রা বিবাদ ইত্যাদিই, সংসারের সার কর্ম্ম, এই ভ্রম না নষ্ট হইবেক, তত দিন সময় যে কি অমূল্য পদার্থ, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবেক না, ও তত দিন তাঁহাদের সুখী হইবার উপায়ান্তর নাই।

কালপ্রবাহের গতি অনিবার্য্য। আবহমান সমভাবে বহিতেছে। যে সময় গত হইতেছে, তাহা

পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং ভবিষ্যতে যে কি হইবেক, তাহারও স্থির নাই। এই হেতু হিতোপদেশবেত্তারা বর্ত্তমান সময় সদা-লোচনায় যাপন করণে ভূয়োভূয়ঃ আদেশ করিয়াছেন। এবং এই ক্ষণে যে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। আহা! যাহারা আলস্য পরবশ তাহারা কি দুঃখী! সময় অলসের মস্তকে কি দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ!

কালের গতি অতি কুটিল। অতএব তাহার প্রতি কোন ক্রমে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। অদ্য শুনিলাম এক মহীপাল স্বীয় সৌর্য্য বীর্য্যসহকারে নানা দেশ পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন; তাঁহার রাজ্যের যশঃ ও পরাক্রম দিগন্তব্যাপী হইয়াছে; কিয়দ্দিবস পরে শুনিব, তিনিই কাল সহকারে রাজ্যভ্রষ্ট ও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; অথবা অন্য কোন নব পরাক্রমশালী নরপতি কর্ত্তৃক সেই মহদ্রাজ্য একেবারে উচ্ছন্ন হইয়াছে। সময়ে সকলেরই উৎপত্তি, সময়ে সকলেরই বৃদ্ধি ও সময়ে সকলেরই নাশ হয়। সময়ের এই রূপ আশ্চর্য্য

গতি ও কর্ম্ম বটে, কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যাঁহারা পূর্ব্বতন ইতিহাসাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, যে মিশর, গ্রীস, রুম প্রভৃতি রাজ্য কি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, কাল সহকারে এক্ষণে সেই সকলের অবস্থা দর্শন কি পাঠ করিলে কাহার হৃদয়ে দুঃখ ও বৈরাগ্যের সঞ্চার না হয়? জলকে স্থল, স্থলকে জল, ছোটকে বড়, বড়কে ছোট করাই সময়ের স্বধর্ম্ম।

এই রূপ কালের ন্যায় কালের ব্যবহার। ইহাকে কোন মতেই বিশ্বাস নাই। অতএব, যিনি ইহাকে করতলে প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রকৃত ব্যবহার করিলেন, তিনিই সাধু ও তিনিই ধন্য।

কাব্য * ।

কাব্য শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা যে মহা ফলোদয়ের সম্ভাবনা, তাহা অতি বিস্তার পূর্ব্বক লেখা অনাবশ্যক। কেননা গতা সংস্থাপন নিমিত্ত যত্ন

---

* এই প্রবন্ধটী মৎ সংগৃহীত কুসুমাবলী গ্রন্থের ভূমিকা হইতে সংশোধন পূর্ব্বক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা কাব্য বিষয়ক প্রকৃত প্রস্তাব নহে, কেবল কাব্য বিদ্বেষিদিগের প্রতি উক্তি মাত্র।

প্রাচুর্য্য করা অনর্থক আড়ম্বর মাত্র। কাব্য শাস্ত্র পাঠের উপকার সমূহ এপ্রকার দেদীপ্যমান আছে, যে সুধীমাত্রেরই তাহা অক্লেশে বোধগম্য হয়।

পরন্তু অস্মদ্দেশীয় কতিপয় শুষ্ক নৈয়ায়িক ভট্টাচার্য্য ও তদিতর ব্যক্তিগণের কাব্যের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও বিদ্বেষ আছে। তাঁহারা মনে করেন, যে এই শাস্ত্রের কেবল বালক মনোহারিণী কথাতেই পর্য্যবসান। এবং তদ্দ্বারা কোন বিশেষ উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহাতে বুদ্ধির স্থূলতা জন্মে। সুতরাং এশাস্ত্র অধ্যয়ন না করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই রূপ অকিঞ্চিৎকর আপত্তি করিয়া এক কালে সমগ্র কাব্য শাস্ত্র অগ্রাহ্য করা, ব্যোমকুসুম পূতিগন্ধ ভয়ে ঘ্রাণপথ অবরোধের ন্যায় মাত্র। আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে, যে কাব্য শাস্ত্রকে ইন্দুকর নিকরের ন্যায় নিৰ্ম্মল বলিয়া প্রতিপন্ন করি, অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইহাতে দোষ ও গুণ উভয়ই আছে। কমল মাত্রেই কণ্টক বিশিষ্ট বলিয়া তাহার গৌরবের খর্ব্বতা হয় না, জন কর্ত্তৃক অনাদরণীয়ও হয় না। পরন্তু কাব্য বিদ্বেষি জনগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও

ামার তাৎপর্য্য নহে, যেহেতু এশাস্ত্রের প্রতিকূলাচরণে তাঁহাদের এই রূপ দৃঢ়তর সংকল্প, যে সহস্রাধিক প্রমাণ দিলেও প্রাণান্তে কাব্যের গুণ স্বীকার করিবেন না। বিশেষতঃ কাব্য রসাস্বাদনের শক্তিও স্বতন্ত্র। সুতরাং উক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট গুণ বর্ণন বা তদীয় প্রশংসা করা, অন্ধকে মুকুর প্রদর্শন ও বধির সমীপে তালমান সুসংগত বীণা বাদনের তুল্য। অপিচ কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত আলঙ্কারিক লেখেন, যে শর্করা ভক্ষণে যদি কোন রোগের উপশম জন্মে, তবে কটু তিক্ত ঔষধ সেবনে কে প্রবৃত্ত হয়! কাব্যশাস্ত্র সমুদ্রমথনোত্থিত সুধাপেক্ষাও সুমধুর। অতএব, মানসিক পীড়া শান্তি হেতু এমত ঔষধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপায়ান্তর চেষ্টা করা, শিরোবেষ্টনে নাসিকা স্পর্শ করার ন্যায় মাত্র।

কবিতা স্বভাবতঃই সাতিশয় সুমধুর ও চিত্তরঞ্জক। তাহার এক বিশেষ ক্ষমতা এই, যে অতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যকেও অসামান্য লাবণ্য দানপূর্ব্বক বিবিধ গুণালঙ্কার সংযুক্ত করিয়া বর্ণন করে। কবিতা স্পর্শ মণির ন্যায় বস্তু মাত্রকেই স্পর্শ দ্বারা

স্বর্ণ তুল্য সৌন্দর্য্য ও প্রভা প্রদান করে। অতএব কবিতা পর্য্যালোচনা করিতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি বিরত হয়েন?

কবিত্ব শক্তি সিন্ধুতটস্থ লহরী ধৌত বালুকা রাশির ন্যায় নহে, যে আপামর সাধারণ সকলেই অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া যথেপ্সিত পরিগ্রহণ করিতে পারে। বিশেষ দৈব অনুকম্পা না হইলে কবিত্ব শক্তিসম্পান্ন হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে।

স্বাতী নক্ষত্রের বারি বিন্দু যেমন বস্তু বিশেষোপরি পতিত হইলে তাহাতে এক বিজাতীয় গুণোৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভগবৎপ্রসাদ স্বরূপ কৃপা কণা যে ভাগ্যধর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই এই অসাধারণ কবিতা রচনার ক্ষমতা জন্মে।

আশা।

এই সংসারে সকলেই যে সম্পূর্ণ সুখী হইবেন, কোন মতে এমত সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য নানা রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ্, সম্পদ, সুখ, ইত্যাদিতে পরিবেষ্টিত। কর্ম্ম ফলে ইহাদের ভোগাভোগের ভাগী হয়েন। এবং স্বভাবতঃ চঞ্চল

চিত্ত বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কখনই স্থির চিত্ত হইতে পারেন না। তাঁহার সুখ সম্ভোগেচ্ছা এমত প্রবল, এবং দুঃখ ভোগেচ্ছা এমত অল্প, যে আশা না থাকিলে কেবল চিন্তা ও দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতেন। এই পৃথিবী এক দুঃখ এবং শোকাগার হইয়া উঠিত! হা হুতাশ ব্যতীত হর্ষ ধ্বনি আর শ্রবণ গোচর হইত না। অতএব, অতি ভীষণ তরঙ্গ কল্লোলিত সংসার সমুদ্রে আশাই পোত স্বরূপ হইয়াছে।

অতি দূরস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী অথবা স্বভাবের শোভা যেমন চিত্ত আকর্ষণ করে, সেই প্রকার ভবিষ্যতে আপন মনোভিলাষ মত সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আশয়ে কি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষায় মহোল্লাসে কাল হরণ করি! আমাদিগের প্রকৃত সুখ এত অল্প ও ক্ষণকাল স্থায়ী, যে আশা না থাকিলে আমাদিগের মত হতভাগ্য জীব আর নাই।

যখন নানা উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া ভেষজ কি অন্য উপায় দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত না হই, বরং দিন দিন ক্ষীণ হইয়া সমন নিকেতন সন্নিহিত

হইতে থাকি; এবং কি করিব কি হইবে এই ভাবিয়া চিন্তিয়া আরও চিন্তানীরে মগ্ন হইতে থাকি; তখন কেবল মাত্র আশা আমাদের পরম মিত্রের কার্য্য করে। তাহার আগমনে দুঃখ, ভয়, যন্ত্রণা আমাদিগকে পরিত্যাগ করে। মনোমধ্যে তখন কত ভাবি সুখ সাচ্ছন্দ্যের বিষয় উদয় হইতে থাকে, এবং শারীরিক ও মানসিক পীড়ার ভার কত লঘু বোধ হয়।

যখন দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আমাদের সকল অর্থ নাশ হয়, ও প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়, তখন আমরা কি বাহ্য জ্ঞান পরিশূন্য, কি মনস্তাপে তাপিত, কি অগাধ চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া থাকি! এই প্রাণ থাকায়, না থাকায় সমান বোধ হয়। বরং যাহাতে না থাকে এই চেষ্টাই করি। কিন্তু সেই পরম মিত্র আশা, তৎক্ষণাৎ উপনীত হইয়া অমৃতময় প্রবোধ বাক্য দ্বারা অামাদিগকে একেবারে সকল শোক, তাপ, চিন্তা হইতে মুক্ত করে; এবং বিগত বিষয় আলোচনা না করিয়া যাহাতে ভাবি সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হই, এই রূপ যুক্তি প্রদান করিতে থাকে।

ধন ও সুখ আশার দাস হইয়া আমরা মৃত্যু ভয় পর্য্যন্ত জয় করিয়াছি। এবং মনোভিলাষ সম্পূর্ণ হইলে সুখে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কলত্র পুত্র লইয়া সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, এই আশায় সকল আপদ অগ্রাহ্য করিয়া কি হৃষ্ট-চিত্তে অপার সমুদ্র পথ, শত যোজন বিস্তীর্ণ মরু-ভূমি অথবা অরণ্য মধ্য দিয়া অতি দূর দেশাদিতে গমনাগমন করি। সময়ক্রমে এমন ঘটিতে পারে যে ঘোরা দ্বিপ্রহরা তমিস্রা রজনী, তাহাতে আবার আকাশ মণ্ডল ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন, ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় ঘন মধ্যে সৌদামিনী প্রকাশমানা হইতেছে, পর ক্ষণেই কড় মড় ধ্বনিতে এমত বজ্রনাদ হইতেছে, যে তচ্ছ্রবণে গর্ব্ভিণীর গর্ব্ভপাত হয়; হয় তো এ-মত সময়ে অর্ণব মধ্যে এক কাষ্ঠনির্ম্মিত পোতো-পরি অবস্থান করিতেছি। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; কেবল ভয়ঙ্কর শব্দে ঝটিকা বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ আলোক সহকারে পর্ব্বতাকার ভীষণ তরঙ্গমালা প্রবাহিত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছান্বিত হইতে থাকি, এবং সেই পোত তরঙ্গ সহকারে বোধ হয়, এক বার

পর্ব্বতোপরি উঠিতেছে, একবার রসাতলে নিমগ্ন হইতেছে, এই রূপ ভয়ানক সময় ও অবস্থাতে যখন বুদ্ধি, বল ও সহায়হীন হইয়া মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকি, তখন এক মাত্র মিত্র আশা আমাদিগকে অভয় প্রদান পুরঃসর সাহসিক করিতে থাকে।

সকলেই এক এক আশা পরবশ হইয়া জীবন যাপন করে। মনুষ্যাবস্থায় ধন, মান ও নানা সুখ সংভোগ করিব, এই আশায় কি পুলকিত চিত্তে বালকগণ অজরামরবৎ হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে থাকে। বৃদ্ধ হইলে সর্ব্ব কর্ম্মে অশক্ত হইব, ও সেই সময়ে যাহাতে কোন ক্লেশ না হয়, তজ্জন্য যৌবনাবস্থায় কি আগ্রহাতিশয় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন ও সঞ্চয় করি!

ধন মান ও সুখের আশয়ে আমরা চতুর্গুণ বল ও পরাক্রম পূর্ব্বক ভিন্ন রাজ্য অধিকার, অথবা স্বরাজ্য রক্ষা করণার্থ কি অকুতোভয়ে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই! যখন ক্রমে ক্রমে সমরানল প্রজ্বলিত হইতে থাকে, এবং এক পক্ষ হীনবল হয়, তখন কেবল আশা সেই পক্ষীয়

লোকের পরম মিত্র হইয়া নানা প্রকারে তাহাদিগকে বল, সাহস, পরাক্রম এবং কৌশল প্রদান করে।

এক মাত্র আশার বশ হইয়া মনুষ্য কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম না করিতেছে। অকুল সমুদ্রে গমনাগমন করিতেছে, অগম্য স্থান সুগম করিতেছে। এই প্রকার কিয়ৎক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবেক, যে সকলেই আশার দাস। আশা না থাকিলে বিপদ্, দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, রোগ ইত্যাদি হইতে আমরা কখনই সহজে মুক্ত হইতে পারিতাম না। এই হেতু অপার করুণানিধান বিশ্ববিধাতা এই আশার সৃষ্টি করিয়া আমাদের প্রতি কি অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুষ্য কর্ত্তৃক যত অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে ও যদ্দ্বারা এই জগতে সাধারণের সর্ব্ব প্রকার হিত, সুখ সমৃদ্ধি ও উন্নতি সম্বর্দ্ধন হইতেছে, এক এক ভিন্ন ভিন্ন আশা ব্যতীত কেহ কখনই তাহা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। প্রত্যেক কর্ম্মের এক এক ফল আছে। এবং সেই সেই ফল প্রাপ্ত

হইবার আশাতেই সকলে তত্তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নতুবা অকারণে কে কোন্ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

আশা রূপ সমুদ্র অপার। শতাধিক বৎসর পরমায়ুঃ ভোগ করিয়াও কে কোথা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যখন কাল ক্রমে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া সকল সুখভোগের আশ্রয়ে একেবারে বঞ্চিত হই, তখন জ্ঞানানুষ্ঠান করিয়া ও সৎপথের পথিক হইয়া পরিণামে যে সুখী হইব, এই আশা আমাদের হৃদয়ে প্রবলা হয়। তখন পৃথিবীর দুঃখ ও যন্ত্রণা ইত্যাদির ভার কত লঘু বোধ হয়। ক্রমে জ্ঞানালোচনার সহায়তায় তাহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া নিশ্চিন্তে ও নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করি। সকল বিপদে অটল হইয়া থাকি।

পরিশেষে ইহা বক্তব্য যে, যে বিষয় বহুকাল সাধ্য, এমন কি আমাদের জীবদ্দশায় তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার উপায় নাই, এবং যে বিষয় আমাদের সাধ্যের বহির্ভূত, এবম্প্রকার বিষয়াদি প্রাপ্তির আশা করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। তাহা করিলে আশা সফলা হয় না, বরং শেষে উপ-

হাসাস্পদ হইতে হয়। এই হেতু যাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তদ্বিষয় প্রাপ্তির আশা করিলে কখন হতাশ্বাস হইতে হয় না। অনন্তর আশা নিস্ফল হওনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি আরবীয় উপাখ্যান পশ্চা-ল্লিখিত হইল।

আল্‌নাস্কর নামে এক ব্যক্তি সদা আলস্য পর-বশ হইয়া কাল ক্ষয় করিত। তাহার পিতার জীব-দ্দশায় সে বিদ্যালোচনায় বিরত ছিল। কেবল আ-হার, নিদ্রা ও দ্যূত ক্রীড়া দ্বারা কাল হরণ করিত। কিয়ৎ কাল পরে তাহার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল। আল্‌নাস্কর এক শত মুদ্রা মাত্র পৈত্রিক ধন প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা কতক গুলি কাচ ও মৃন্ময় পাত্র ক্রয় করিয়া ব্যবসায় করিতে অভিলষিত হ-ইল। ঐ সকল দ্রব্য বিপণিতে এক করণ্ডিকা মধ্যে রাখিয়া তন্নিকটে পদ বিস্তার পূর্ব্বক উপ-বেশন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যে এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দুই শত মুদ্রা অনা-য়াসে লাভ করিতে পারিব। কালে এই রূপ ব্যব-সায় দ্বারা চারি শত ও পরিশেষে চারি সহস্র মুদ্রা

সঞ্চয় হইতে পারিবেক, তাহার সন্দেহ নাই। এই প্রকারে দশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিলে এই ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বর্ণ হীরকেত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিব। এবং তদ্দ্বারা অত্যল্প কালেই অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি হইয়া এক মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও অশ্ব রথ প্রভৃতি নানা বিলাসোপযোগী দ্রব্য আহরণ করিব। ক্রমে ক্রমে আমার নাম ও খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইবেক।

এই রূপ অবস্থা হইলেও যত দিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চয় করিতে না পারিব, তত দিন ব্যবসায়ে নিবৃত্ত হইব না। আপন অভিলাষ মত ধনাধিপতি হইলে, ব্যবসায় পরিত্যাগ করত অদ্বিতীয় ধরাপালের ন্যায় মহা সুখে ও সমারোহে কালক্ষেপ করিব। যখন আমার যশঃশশাঙ্ক করে চারি দিক দেদীপ্যমান হইবেক, দিগ্দিগন্ত নরপালগণ নিজ নিজ তনয়ার সহিত আমার উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা করণাশয়ে দূত প্রেরণ করিবে, তখন সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া এখানকার প্রধান রাজমন্ত্রীর কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিব। রাজমন্ত্রী ইহা শুনিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিবে।

এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মৎ সন্নিধানে সমাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে কহিবেক, হে মহোদয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমার জন্ম সফল বোধ করিলাম; ও জন্মান্তরে যদি আমার কন্যা বহু পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে, তবে মহাশয়ের গৃহিণী হইবেক।

রাজমন্ত্রীর এই স্তুতি বাক্যে ঈশদ্ধাস্য করিয়া কহিব, ভাল তোমার কথায় তুষ্ট হইলাম। শীঘ্র গিয়া যথাশক্তি আপন তনয়াকে সুসজ্জীভূতা করিয়া এখানে আনয়ন কর। অদ্যই বিবাহ করিব, স্থির সংকল্প করিয়াছি। মন্ত্রী গদ্গদ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, তনয়াকে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া আমার ভবনে লইয়া আইলে, বিবাহ কার্য্য মহা সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইবেক। বিবাহের কিয়দ্দিন পরে স্বপত্নী সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করিব; এবং দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শ্বশ্রূকে প্রণাম করিব। অনন্তর শুভ্র সর্ব্বরী সমাগতা হইলে আহারাদি সমাপনান্তর স্বর্ণ পালঙ্কোপরি দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন

করিব। হয়তো নানা কারণ বশতঃ মন্ত্রীকন্যা মৎসন্নিধানে আসিতে বিলম্ব করিবে। ক্ষণকাল পরে আইলে ক্রোধ ভরে থাকিব; তাহার সহিত বাক্যালাপ করিব না। তাহাতে সে বিনীত বচনে নানা প্রকারে সাধ্যসাধনা করিবে. তাঁহাতেও কথা কহিব না। পরিশেষে যখন আমার পদযুগল ধারণ করিয়া আপন অপরাধ স্বীকার এবং ক্ষমা ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিবে, তখন এই রূপে পদাঘাত করিয়া তাহাকে দূরতলে নিক্ষেপ করিব। এই বলিয়া যেমন পদ সঞ্চালন করিবেক, করণ্ডিকা স্থিত প্রসাদি চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইল; এবং তাহার সহিত আল্নাস্করের অপার আশাও শেষ হইল। অতএব, সাধ্যাতীত বিষয় প্রাপ্তেচ্ছু হইলে সর্ব্বকার্য্যে এই রূপ হতাশ্বাস হইতে হয়।

পরিশ্রম।

জীব মাত্রেই যথোপযোগী শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা যে জীবন ধারণ ও দেহ রক্ষা করিবেক, পরম কারুণিক জগদীশ্বরের এই প্রধান আদেশ। শারীর-বিধান-বিদ্যা-বিশারদেরা, সর্ব্ব

শরীর, বিশেষতঃ হস্তের গঠন পরীক্ষান্তরে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে রীতিমত পরিশ্রম না করিলে কখনই দেহের বলাধান এবং রক্ষা হয় না।

শ্রমোপজীবী লোক সমূহ সমস্ত দিন পরিশ্রমান্তে অতি যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিয়া কি অপর্য্যাপ্ত তুষ্টি লাভ করে! মৃত্তিকার উপরে কি পরম সুখে নিদ্রা যায়! অথচ তাহাদের অধিকাংশকেই বলবান ও সদা সুস্থ শরীরী দেখা যায়। যাহারা নীরোগ, এজগতে তাহাদের মত সুখী ও সৌভাগ্যশালী আর কে আছে?

শ্রম ব্যতীত কিছুই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, কত লোকের পরিশ্রমে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, যে জীবন ধারণ এবং রক্ষোপযোগী সকল পদার্থ প্রাপ্তির জন্য আরও কত শত লোকের পরিশ্রম আবশ্যক করে! এই হেতু সাধারণ সুখ ও সুগমতা সম্বর্দ্ধন জন্য বিবিধ ব্যবসায় অবলম্বন ও পরস্পর শ্রম ও যত্ন সহকারে তৎসমুহ নির্ব্বাহ করা অত্যাবশ্যক। তাহা না করিলে সামাজিক কোন কর্ম্মই সুচারু রূপে নিষ্পন্ন হয় না।

এবং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি সুকঠিন হ-ইয়া উঠে।

যখন ইহা দেখা যায়, যে এক ব্যক্তি বিশিষ্ট পরিশ্রম দ্বারা-নানা সুখসচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে, স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবেক, যে সে আপনি সুখী হইয়াছে এমত নহে, তাহার পরিশ্রম দ্বারা আমাদেরও অশেষবিধ সু-খসচ্ছন্দতা সাধনের সদুপায় হইয়াছে।

প্রত্যেক মনুষ্য এই সংসার শৃঙ্খলের এক এক অংশ স্বরূপ। একের সুখসচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সকলের শ্রম ও যত্নের আবশ্যক। এবং যাহার যে করণীয় কর্ম্ম তাহা না করিলে একেবারে সকল বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে, ও অসুবিধারও আর পরি-সীমা থাকে না। পরিশ্রম না করিলে সুখের আস্বাদন কখনই পাওয়া যায় না। বহু কষ্টে ও যত্নে যে দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই জন্যই বড় সুখদায়ক বোধ হয়।

যাঁহারা বিপুল পৈত্রিক ধনাধিকারী হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য ভোগাসক্ত ও আলস্য পরবশ হইয়া, বিদ্যোপার্জ্জন, জ্ঞানালোচনা, যথোপযোগী ব্যায়াম

এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা শরীর ও মনকে পরিচালিত ও পরিশোধিত না করেন, তবে তাঁহারা যে নানা রোগ ও দুশ্চিন্তা রূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া সদা মহা অসুখে ও যন্ত্রণায় কাল যাপন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হইতে থাকে, অসুস্থতা, গ্লানি, অধৈর্য্য পরিশেষে অসহ্য হইয়া উঠে, এবং এই জীবন এক মহা ক্লেশদায়ক ভার স্বরূপ বোধ হয়। এই হেতু পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে আলস্য সকল রোগের এবং দরিদ্রতার মূল।

পরিশ্রমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপে লিখিতে হইলে, বহুকাল পরিশ্রম সহকারে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিলেও শেষ করা যায় না। এই হেতু তদ্দ্বারা কেবল যে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় ও উপকারজনক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

জগদীশ্বর এই জগতে নানা পরমহিতকর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য পরিশ্রম সহকারেই সেই সকল দ্রব্য লাভ করিয়া আপন আপন সুখসৌভাগ্য সম্বর্দ্ধন করিবেন, ইহাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায়।

কৃষি কর্ম্ম ব্যতীত শস্যোৎপাদন ও বহুলোকের পরিশ্রম ব্যতীত তাহা ব্যবহার যোগ্য হয় না। ধাতু, জল, অগ্নি, বায়ু, ও অন্যান্য পদার্থ সমূহের যে পরস্পর স্বভাব সিদ্ধ সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত বহুতর পরিশ্রমের আবশ্যক। এবং তদ্দ্বারা আমাদের যে যে মহা সুখসমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধন হইতেছে, তাহা বিনা পরিশ্রমে কখনই লভ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

যথোপযোগী অশন ও বসন দ্বারা শরীর রক্ষা, গৃহ নির্ম্মাণ, এক স্থানে হইতে স্থানান্তরে গমনের সুগমতার জন্য বিবিধ প্রশস্ত [illegible] যান নির্ম্মাণ, মৃত্তিকা খনন করিয়া আকর হইতে নানা ধাতু বহির্গত করা, এবং তদ্দ্বারা ব্যবহারোপযোগী বিবিধ অস্ত্র, যন্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা. ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া ভাবিলে প্রতিপন্ন হইবেক, যে পরিশ্রম আমাদের সুখ, সাচ্ছন্দ্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্যের মূল। পরিশ্রমের সহিত কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহা কখনই অসিদ্ধ থাকে না। সুইস, ওলন্দাজ, জর্ম্মন, ফরাসিস, ও ইংরেজেরা পরিশ্রম দ্বারা কি অদ্ভুত ক্রিয়াদি (ও তদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণের

কৃত কত মহোপকার) না করিতেছেন। এবং নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা কি উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগন্মণ্ডলে কি মান্য ও ধন্য হইয়াছেন। অর্থই জীবন ধারণের এক মাত্র উপায়। পরিশ্রম ব্যতীত তদুপার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই।

বনবাসী অসভ্য জাতিরা বিনা আয়াসে ফল মূল বন্য পশু বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করে। শীতার্ত্ত কি রোগার্ত্ত হইলে দেহ রক্ষা করণের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। বৃক্ষের বল্কল পরিধান ও কুটীরে বাস করে। এই রূপে পরিশ্রম দ্বারা আপন আপন অবস্থা সংশোধনের কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মহা ক্লেশে কাল ক্ষেপ করে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাহারা কেবল নিকৃষ্ট কর্ম্মেই সদা রত থাকে। অতএব, তাহারা কত অসুখে ও কষ্টে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করে। পরিশ্রম ব্যতীত মানবগণ সুখী ও সুস্থশরীরী হইতে পারে না; এবং এমত কর্ম্ম নাই, যে নীতিমত পরিশ্রম দ্বারা তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়া যায়।

অপরিমিতাচারিতা।

বিশ্বপতি বিশ্বরাজ্য পালনার্থ কতক গুলি শুভ-কর সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রজা-বর্গ সেই নিয়ম অবধারণ করিয়া চলিলে অশেষ সুখ ও মঙ্গল লাভ করিতে পারে। নতুবা পদে পদে অমঙ্গল ও ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না। তৎ-সমুদায় নিয়ম মধ্যে কতিপয় এরূপ প্রয়োজনীয়, যে তাহাদের পরিপালনে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠে। অতএব, যত দূর সাধ্য তাহারে রক্ষণার্থ বিহিত যত্ন ও মনোযোগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আপাততঃ তাহাদের মধ্যে, পরিমিতাচারিতা ও তদ্বিরোধ অপরিমিতাচারিতার গুণাগুণ লেখা যা-ইতেছে। মিতাচারিতা নিয়ম অতিক্রম করিলে কি কি মহা অশুভ ফলোৎপন্ন হয়, প্রথমে সেই বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

ইচ্ছা ক্রমে অর্থাৎ ভোগ কিম্বা রিপু-পরতন্ত্র হইয়া বিবেচনা বহির্ভূত যে কার্য্য করা যায়, তাহার

নাম অপরিমিতাচারিতা। যখন কোন মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধি এবং বিবেচনার আদেশ অবহেলন করিয়া, মানসিক প্রকৃতি বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিপরীত কার্য্য করে, তখন তাহাকে অপরিমিতাচারী কহা যায়। মিতাচারিতা লঙ্ঘনের আনুসঙ্গিক যে যে দোষ আছে, তৎসমুদায় হইতে অপরাপর বহু অমঙ্গল উদ্ভাবিত হয়। পরন্তু এইরূপ কার্য্যে যাহাদের প্রবৃত্তি, তাহাদিগকে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেক।

যে ব্যক্তি অপরিমিত মদ্যপায়ী, তাহার যে সর্ব্বদা অঙ্গের অবসাদ, বুদ্ধির বিকৃতি, দারিদ্র্য দশা প্রভৃতি দুরবস্থা ঘটিবে, ইহা কখনই বিচিত্র নহে। শরীর রক্ষার্থে নিয়মিত রূপ আহার এবং পরিশ্রম করা উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা না করিয়া অনিয়মিত আহার ও অপরিমিত শ্রম করে, তাহাকেও তদ্রূপ নানা পীড়ায় পীড়িত ও যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। অতএব, যথা নিয়মে আহার ও যথা নিয়মে ব্যায়ামই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়। এই হেতু রোসো নামক ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন, জগতের মধ্যে

মিতাচারিতা এবং ব্যায়ামই দুই মাত্র প্রধান ভিষক্। তাঁহাদিগকে মান্য করিয়া চলিলে, এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞানুমত কার্য্য করিতে পারিলে, অন্য কোন ভিষকের প্রয়োজন করে না।

যে সকল ঐশ্বরিক বৃত্ত্যাদি মহা শুভকর বলিয়া পরিগণিত আছে; তাহারাও অপরিমিত রূপে ব্যবহৃত হইলে, মহা অনিষ্টের ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। যে স্নেহ দ্বারা পৃথিবীর প্রায় সমুদায় কার্য্য চলিতেছে, সেই স্নেহও অপরিমিত রূপে ব্যবহৃত হইলে, পরিশেষে অহিতোৎপাদক হয়।

অনেক পিতা মাতা সন্তানদিগের প্রতি অপরিমিত বা অযথোচিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের এরূপ অহিত সাধন করেন, যে কালে, তাঁহাদিগকে তজ্জন্য বিস্তর যন্ত্রণা সহ্য এবং অনুতাপ করিতে হয়। তাহারা তনয়গণকে বাল্য কালে বিশিষ্ট রূপ আদর দিয়া উপযুক্ত রূপ বিদ্যাভ্যাস করিতে দেন না, উপযুক্ত রূপ দমনে রাখেন না। সুতরাং তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া অশেষ বিধ কুকর্ম্মে অনুরক্ত হয়। তখন আর পিতা মাতার কথা মান্য করে না। তখন তাঁহাদের উপদেশ ও তাড়না

সকলই নিষ্ফল হয়। পিতৃ অর্জ্জিত বা পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ বিষয় বা অর্থ থাকে, তাহা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করণার্থ অক্লেশে ব্যয় করে। কালক্রমে যখন সাংসারিক চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন নানা অনুতাপ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকে, এবং উপায়ান্তর বিহীনে পরিশেষে অর্থের জন্য বিবিধ নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে থাকে। কাহাকেও বা অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইতে হয়। যে পিতা মাতা সন্তানদিগের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করেন, তাঁহারা কি হতভাগ্য, তাঁহারা কি মর্ম্ম-বেদনা প্রাপ্ত হন।

অনেক ধনবন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ হিতাহিত বিবেক শক্তি রহিত ও বিদ্যাজনিত নানা মহৎ বিষয়াদি-আলোচনায় বঞ্চিত হইয়া, লোক সমাজে অগণ্য ও অপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে!

পরন্তু অনেক পিতা মাতা ভাবতঃ স্নেহের তাদৃক্ আধিক্য না থাকা প্রযুক্তই হউক, অথবা

অন্য কোন কারণেই হউক, সন্তানদিগের প্রতি এরূপ অমনোযোগী হয়েন, যে অবশেষে তাঁহাদিগকে সেই অযত্নসম্ভূত যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বনা ও মনস্তাপ ভোগ করিতে হয়। প্রিয়তম পুত্র যৎকালে বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া অপরিমিত রাত্রি জাগরণ ও অহরহ মানসিক চিন্তাদিতে নিমগ্ন থাকিয়া শরীরের প্রতি কিছু মাত্র যত্ন না করে, যথাকালে আহার যথাকালে বিহার যথাকালে ব্যায়াম প্রভৃতি শরীর রক্ষার যে যে প্রধান নিয়ম, তত্তাবতের প্রতি কিছু মাত্র যত্ন প্রকাশ না করে, তখন তাঁহারা পুত্রদিগের সেই অনিয়ম নিবারণে যথাযোগ্য রূপ প্রয়াস পান না, সন্তানদের বিদ্যার্জ্জনের রসাস্বাদন হইলে তাহাদিগের তৃষা ক্রমে না হইয়া ক্রমে যত বলবতী হইতে থাকে, ততই তাহারা এক প্রকার বাহ্যিক জ্ঞান ও আন্তরিক ফলাফল বিবেচনা শূন্য হইয়া, দ্বিগুণতর আগ্রহের সহিত অধ্যয়নে চিত্ত নিবেশিত করে, তখন সামান্য উপদেশ বা কথা দ্বারা সে আগ্রহের দমন বা কোন বিশেষ প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। অতএব, পিতা মাতার কর্ত্তব্য,

পূর্ব্বেই পুত্রকে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে নিবারণ করেন, নতুবা ঈশ্বরানুমত নিয়ম লঙ্ঘন প্রযুক্ত দেহ মধ্যে বিবিধ রোগ ও যাতনা আসিয়া অবশ্যই অধিকার করে। পরে সেই সকল পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরকে নিতান্ত অপটু ও ভগ্ন করে, কাহাকেও ফল বশতঃ চিররোগী হইয়া শয্যাশায়ী হইতে হয়। কাহাকেও বা অবিলম্বে অকালে দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে হয়। অতএব, যে পিতা মাতা প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রদিগের এরূপ অবস্থা সন্দর্শন করেন, তাঁহারাই বা কি হতভাগ্য, তাঁহাদিগকে বা কি বিষম মনঃপীড়া ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় পরিপীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়! শরীরের ও মনের সহিত এমত সম্বন্ধ, যে একের ক্লেশে অন্যের ক্লেশ, একের যন্ত্রণায় অন্যের যন্ত্রণা এবং একের অসুখে অন্যের অসুখ হয়। এই হেতু অতিরিক্ত ভোজন দ্বারা শারীরিক পীড়া হইলে, অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা শরীরের তেজোহানি হইলে, মন যে কখনই সচ্ছন্দ থাকে না, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং অপরিমিত ক্রোধ, অপরিমিত চিন্তা, অপরিমিত শোকোত্তা-

দিতে মনের অস্বাস্থ্য জন্মিলে শরীরও যে সুস্থ থাকে না, তাহাও সকলে বিশেষ জ্ঞাত আছেন।

মানসিক ও শারীরিক শান্তিরক্ষা হেতু যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তৎ সমুদায় অপরিমিত রূপে ব্যবহৃত হইলে উভয়েরই মহা অসুখ ও অসাচ্ছন্দ্যের কারণ হইয়া উঠে। এবং পরিমিত রূপে ব্যবহৃত হইলেই সুখের আর পরিসীমা থাকে না। এমত যে দুর্জ্জয় ক্রোধ লোভেত্যাদি তাহাদিগকেও সমঙ্গসীভূত করিয়া, যথোপযুক্ত কালে যথোপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত করিলে কোন অমঙ্গল হয় না। কিন্তু দয়া, স্নেহ, পরোপকারিতা প্রভৃতি মহা শুভকর বৃত্ত্যাদি, ইহারাও অপরিমিত ব্যবহৃত হইলে নানা অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। জগদীশ্বর কর্ত্তৃক যে যে বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, সকলেরই এক এক প্রধান শুভ উদ্দেশ্য আছে। সেই সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সেই সেই বৃত্তি সকলকে চালনা করা কর্ত্তব্য। তাহার বহির্ভূতাচরণ করিলেই মিতাচারিতাকে অতিক্রম করা হয়। এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন জন্য তৎ সমুদায় হইতে নানা অনিষ্ট ঘটে।

আততায়ী শত্রু দমনার্থে ক্রোধের সৃষ্টি হই-

য়াছে। কিন্তু যদি সামান্য অপরাধে ক্রোধ উপ-
স্থিত হয়, তবে ক্রোধ পরবশ ব্যক্তি যে বিশ্ব-
নিয়ন্তার নিয়ম ভঙ্গ এবং মিতাচারিতা লঙ্ঘন জন্য
সর্ব্বদা মহা অসুস্থ চিত্তে কাল হরণ করিবে, তাহার
সংশয় নাই। সে যে নিজে অসুখী এমত নহে, সে
অন্যেরও মহা অসুখের কারণ হইয়া পড়ে।

যে আত্মাদর বৃত্তির অনুজ্ঞামত মানব মাত্রেই আ-
পন আপন সুখ সমৃদ্ধি সাধন জন্য নানা প্রকার কর্ম্মে
ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছে, কত কত সুকৌশল
সম্পন্ন সাধারণ হিতজনক মহৎ ক্রিয়াদি করিতেছে,
এবং তদ্দ্বারা যে আপনিই সুখ সম্মান লাভ করি-
তেছে এমত নহে, হয়তো তাহার ক্রিয়াদি দ্বারা অ-
নেকেরই সুখ সম্বর্দ্ধন হইতেছে; সেই আত্মাদর বৃত্তি
যদি না থাকিত, তবে কেহই আপনার সুখান্বেষণ
করিত না, নিজ নিজ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য
ও সাচ্ছন্দ্যের বৈলক্ষণ্য হইলে তন্নিবারণেরও উপায়
করিত না। পরোপকারিতা ও দয়া বৃত্তি একেবারে
পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত। কেহই কাহার শু-
ভাকাঙ্ক্ষা করিত না, কেননা আপনার প্রতি
যাহার আদর নাই, যত্ন নাই, মমতা নাই, সে যে

অন্যের উপর যত্ন, স্নেহ এবং দয়া করিবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এই রূপ দশা উপস্থিত হইলে এই সংসার সুখধাম বলিয়া গণ্য হইয়াও কেবল অসুখের আগার হইত। যেমন এই আত্মাদর বৃত্তির অভাবে এত [illegible] ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহার অপরিমিতাচরণেও তদপেক্ষা আরও অহিত ঘটিয়া থাকে। তাহা প্রবলা হইলে, সকলেই আপন আপন সুখ সাধনের জন্য, বিবেচনা শূন্য হইয়া [illegible] কর্ম্ম করিতে পারে। এমন কি অন্যের [illegible] প্রাণ পর্য্যন্ত নাশ করিতে, তাহার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র হয় না।

পিতা মাতা যদি স্নেহ পরবশ না হইতেন, পুত্র জন্মিবা মাত্রেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইত। এবং পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসী সকলেরই পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা আর দেখা যাইত না। এবং সেই অনুরাগ বিরহে এই সৃষ্টিকাণ্ড, এবং এই সুখ সংসার ধাম একেবারে উচ্ছন্ন হইয়া যাইত। অতএব, বিশ্বপতি বিশ্বের অহিত নিবারণ

পরস্পরের প্রীতি সম্বর্দ্ধন, বিশ্বরাজ্যের শোভা ও সুখ বৃদ্ধির জন্য সেই অশেষ মঙ্গলাকর আত্মাদর বৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে দয়া না থাকিলে মনুষ্য পাষণ্ড বলিয়া গণিত হয়, যে দয়া না থাকিলে পশ্বাদিতে ও মনুষ্যেতে কোন প্রভেদ থাকে না, সেই দয়ারও অপরিমিত ব্যবহার হইলে তাহাতে মহা অশুভ ফলোৎপন্ন হয়। এই প্রকার একবার নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবেক, যে কোন বিষয়ে অপরিমিতাচারী হইলে পদে পদে বিপদ্ ও অমঙ্গল ব্যতীত অন্য লাভ নাই।

বিশ্বনিয়ন্তা আমাদের সুখের নিমিত্ত যে সকল মহা শুভকর নিয়মাদি সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুগামী হইয়া চলিলে কখনই অনিষ্ট ঘটে না। তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই প্রতিফল ভোগ করিতে হয়, কেননা সেই সকল নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। কত কত লোক প্রথমে অপরিমিতাচরণের দ্বারা নানা ক্লেশ পাইয়া, শেষে কত অনুতাপ করিয়াছে, পরে পরিমিতাচারী হইয়া সেই ক্লেশ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়াছে এমত নহে, তাহা-

দিগকে অতি সুখে ও সচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

যাহারা আহার, বিহার এবং অন্যান্য ভোগাদিতে অপরিমিতাচরণ করে, তাহারা অবশ্যই তাহার প্রতিফল স্বরূপ অবশেষে নানা পীড়ায় পীড়িত, সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত, এবং সর্ব্ব কর্ম্মে অপারগ হইয়া মহা অসুখে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তখন এক মাত্র মৃত্যু ব্যতীত তাহাদের আর কাহাকেও মিত্র জ্ঞান হয় না। কেননা, আর কাহারও সাধ্য নাই, যে সেই অসহ্য যন্ত্রণা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করে। এই রূপ কত সহস্র সহস্র লোক নিত্য নিত্য আপন আপন দোষে অকালে শমন ভবনে গমন করিতেছে। অকালে মৃত্যু বিশ্ববিধানকর্ত্তা পরম বিধাতার অভিপ্রেত নহে।

যতই অপরিমিতাচরণ ও তদানুষঙ্গিক কুক্রিয়াদি বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইতেছে, ততই দিন দিন লোকের বুদ্ধি হ্রাস, বীর্য্য হ্রাস ও ক্ষমতার হ্রাস হইতেছে। ঐ সকল অমঙ্গল যে কেবল তাহাদের প্রতিই ঘটিতেছে এমত নহে, তদৌরস জাত সন্তান সকলও তজ্জন্য নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, ও সদা পীড়িত

দেখা যায়। অল্প বয়সেই বহুতরাংশই প্রায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; এবং অহিতাচারী পিতা মাতাকে শোকার্ণবে নিমগ্ন করে। এই তাহাদের আচরণের উচিত প্রতিফল। ইহার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কি আছে! কত কত দেশে এই হেতু কত কত মহদ্বংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় এই উভয়ের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ, যে একের বিষয় কহিতে হইলে, অন্যের ভাব ও অর্থ প্রকারান্তরে উপস্থিত হয়। স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিলে, বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবেক, যেখানে ধৈর্য্য সেই স্থানেই অধ্যবসায়। এই হেতু এই উভয়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রূপে এক প্রবন্ধ লিখিত হইল।

কখন্ কাহার কি অবস্থা হইবেক, কেহই বলিতে অথবা স্থির করিতে পারে না। সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ্ চক্রের ন্যায় ঘূরিতেছে। এই জন্য সম্পদ্ হইলে অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ ও বিপদ্ হইলে অত্যন্ত বিষণ্ণ হওয়া অকর্ত্তব্য। বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহা

হইতে মুক্ত হইবার উপায় চিন্তা না করিয়া, কেবল হাহাকার শব্দে আর্ত্তনাদ করা কি বিস্ময়াপন্ন হওয়া মূঢ়ের কর্ম্ম। চঞ্চলচিত্ত না হইয়া যে বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করা, এবং স্থিরবুদ্ধিতে তাহা নিবারণের উপায় চেষ্টা করাই বিজ্ঞের কর্ম্ম। ধৈর্য্যগুণ যাহার নাই, এ জগতে সে কখনই সুখী হইতে পারে না। অতি সামান্য বিষয়েই ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হয়; কস্মিন্ কালে তাহার দ্বারা কোন মহতী ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

কোন কর্ম্ম করিতে হইলে তাহাতে পদে পদে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া এই আশঙ্কায় তাহা হইতে কখনই নিরস্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে সাধনা করিলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপেই হউক, কি অসম্পূর্ণ রূপেই হউক, অবশ্য ফল লাভ হইবেক, তাহার সংশয় নাই।

মনুষ্য নির্বিঘ্নে যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, এমত সম্ভাবনা প্রায় নাই। বুদ্ধি ও ধৈর্য্যকে সহায় করিলে অতি কঠিন ও বহুকালসাধ্য কর্ম্মও অতি

...ঙ্গে ও অল্পকাল সাধ্য হয়। অস্থির ব্যক্তিরা কোন কর্ম্মেই বিলক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, অত্যল্প কাল মধ্যেই তাহাতে শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়। এবং তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া বিষয়ান্তর চেষ্টা করণে প্রবৃত্ত হয়। কোন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে পারে না। এবং মহা অসুখে ও অসাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। উদ্যোগ দ্বারা সকল কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু ধৈর্য্য না থাকিলে তাহাতে কখনই মনোনিবেশ হয় না। অতএব, ধৈর্য্য ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ দ্বারা কোন কর্ম্মে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে না।

এমত অনেক মনুষ্য আছে, যাহারা প্রথমে ...ক কর্ম্মে মহা উদ্যোগ প্রকাশ পুরঃসর প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু আশু ফল প্রাপ্ত না হইলেই সত্বর তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করে। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ...দ্বিষয়াদি সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হয় না, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হয়। অধুনাতন এতদ্দে-শীয় অনেকানেক যুবকগণ দেশের হীনাবস্থায় কা-তরতা প্রকাশ করেন। ইহার শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত

বহুতর আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক
কত সভা সংস্থাপিত হয়, তাহাতে কত কত দে
হিত সূচক বক্তৃতাদি হয়, কত বিদ্যালয়, চিকিৎস
লয়াদি সংস্থাপনের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এ
প্রকারে কি বৃহৎ আড়ম্বর পূর্ব্বক সকল কর্ম্ম আ
রব্ধ হয়, কিন্তু আমাদের স্বভাব দোষে কিছুর
শেষ রক্ষা হয় না। এবং কোন কর্ম্মের শেষ রক্ষা
হয় না বলিয়াই, এদেশস্থ লোক সমূহ কোন কি
কি মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না
এবং এই জন্যই এদেশের এত দুর্দ্দশা।

যেমত অধ্যবসায় সহকারে সকল কর্ম্মে প্রবৃ
হইতে হয়, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তাহাতে যত দূ
কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে, তাহা করা অব
কর্ত্তব্য। তাহা করিলেই পুরুষার্থ প্রকাশ পায়
আমাদের দ্বারা একর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবেক না, এম
ভাবিয়া নিশ্চিন্ত কি নিরুদ্যম থাকা কাপুরুষে
কর্ম্ম। অনেকেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থা
কেন। কেহ কেহ অন্যের দ্বারা ভাল হইবেক, এম
স্থির করিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রত্যাশা অ
কর্ত্তব্য। কেননা আপন আপন অবস্থা উন্নত, অথ

কোন মহৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করণ জন্য আ-
পনারই উদ্যোগী হওয়া উচিত। অনেকে এমত
কহিয়া থাকেন, আমাদের দ্বারা কি হইতে পারে!
কিন্তু তাঁহারা যেন এই কয়েকটী কথা মনে রাখেন,
যে অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যে কর্ম্মে
প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়েই আমাদের মনো-
ভিলাষ সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই জগন্মণ্ডলে
যে যে মহৎ মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, যদ্দ্বারা
নানা দেশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা কত শত
মহানুভব মহাত্মাগণ চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা
কি মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই? মনুষ্য দ্বারা
যাহা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা মনুষ্য দ্বারাই যে
সিদ্ধ হইবেক এ বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। যে যে
মহা মহোপাধ্যায় দ্বারা যে যে মহা মহা আশ্চর্য্য
ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা
একেবারে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।
এক এক বিষয়ের উদ্যমেই কত কত বিঘ্ন ঘটিয়া-
ছিল, ও তাঁহারা কত কত বিপদে পড়িয়াছিলেন।
সেই সেই বিঘ্ন ও বিপদ্ সমূহ তুচ্ছ করিয়া, তাঁহারা
অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহায় না করিয়া, যদি তাহা

হইতে নিরস্ত হইতেন, তবে আমরা এই জগতে
কত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকিতাম। কত কত বি
ষয় যাহা আমরা শ্রুত হইয়া কিম্বা পাঠ অথবা দৃষ্ট
করিয়া যে অপর্য্যাপ্ত সন্তোষ ও জ্ঞান প্রাপ্ত হই
তাহা কখনই হৃদয় গোচর হইত না।

মনুষ্যের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অব
স্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত
হইবেক, যে প্রত্যেক অবস্থাতেই আমাদিগকে কত
শত আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়। অতএব,
যদি ধৈর্য্যগুণ না থাকিত, তবে অতি সামান্য আ
পদে পতিত হইলে আমরা ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ
হইয়া কাল হরণ করিতাম; এবং এই সংসার ধাম
এক দুঃখ ও শোকাবাস হইয়া উঠিত। ধৈর্য্য ও
অধ্যবসায় ব্যতীত কেহই বিদ্যোপার্জ্জনে সমর্থ
হয় না। মনুষ্যের অর্থোপার্জ্জন, স্বপদ ও মান
রক্ষা করিতে হইলে পদে পদে উক্ত গুণদ্বয়ের
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; নতুবা সংসারযাত্রা
কখনই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হয় না। বৃদ্ধাবস্থায়
তদ্ব্যতীত সুখী হইবার উপায়ান্তর নাই। ইতিহাস
ও জীবনচরিতাদি পাঠান্তে ইহা জানা গিয়াছে,

যে কত কত হীনদশাগ্রস্ত লোক ধৈর্য্য ও অধ্যব-সায় সহকারে মহামান্য, ধন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। কত কত লোক অধিক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যা কি পদার্থ জানিতেন না। শেষে উক্ত গুণদ্বয়ের সহকারে এমন সদ্বিদ্বান্ হইয়াছিলেন, যে অদ্যাবধি তাঁহা-দের বিদ্যার গৌরব জগন্মণ্ডল ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রণীত অমৃতাভিষিক্ত গ্রন্থাদি পাঠ ক-রিয়া আমরা কি অপরিসীম জ্ঞান লাভ করিতেছি। তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তৎ সমুহ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা নানা কষ্ট সহিয়াও কত কত মহৎ ব্যাপার, কত কত সুকৌ-শল সম্পন্ন বিষয় আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সাধারণে যে কি উপকৃত হইতেছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে। তাঁহারাই এই অবনি মণ্ডলে সা-র্থক মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং তাঁ-হারাই মানব নামের যথার্থ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন!

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, গেলিলিও, সর আইজাক

নিউটন, হন্টের ডেবি প্রভৃতি মহাত্মাদের জীবন চরিত পাঠ করিলে কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন, যে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমই ফল লাভের ও সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য হওনের মূল। পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে অনেকানেক মহানুভব মহোদয় প্রাগুক্ত গুণত্রয় অবলম্বন করিয়া বিলক্ষণ বিদ্যা, ধন, মান, সঞ্চয় করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা এক্ষণে সেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, [illegible] অ মরা জীবদ্দশায় বিস্মৃত হইতে [illegible] না। যখন স্মৃতিপথারূঢ় হইবেক, তখনি সকৃতজ্ঞ চিত্তে সে সকল নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিতে হইবে।

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সহকারে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে প্রায় কখনই হতাশ্বাস হইতে হয় না, অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই হেতু কোন কর্ম্মের প্রারম্ভেই তাহার কিছুই ফল দর্শিল না, অথবা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল বলিয়া, তাহাতে নিরস্ত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। যাহাতে তাহা সম্পূর্ণ হয়, অবিচলিত চিত্তে এমত চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য

যা যায়, তাহার কোন সংশয় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চাল্লিখিত উপাখ্যানটী ইংরেজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়া উদ্ধৃত হইল।

স্কটলণ্ড দেশস্থ মহাবীর রবর্ট ব্রুস স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার কারণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন; কোন প্রকারে মনোভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ইহাতে এক প্রকার হতাশ্বাস হইয়া অতি বিষণ্ণ চিত্তে থাকেন। এমত সময়ে সংবাদ পাইলেন, যে তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন শত্রু হস্তে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ এবং নিজ সহোদর বিপক্ষ কর্ত্তৃক নিবাশিত হইয়াছে। এই সকল সংবাদ পাইয়া ব্রুস আরও চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া কি করিবেন, কি হইবে, এই বিষয় এক বিজন প্রদেশে বসিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন; এমত সময়ে দেখিলেন, যে একটী ঊর্ণনাভ সেই স্থানের এক পার্শ্বে জাল নির্ম্মাণ করণার্থে বিস্তর প্রয়াস পাইতেছে। প্রথম বারে সবিস্তর শ্রম সহকারে উদ্যোগ করিল, কিন্তু নাই কৃতকার্য্য হইল না। তাহার পর আর পাঁচ বার সেই রূপ উদ্যোগ করিল, তথাপিও সেই রূপ

হতাশ্বাস হইল। কিন্তু বারম্বার এই রূপ হতাশ্বাস হইয়াও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া দ্বিগুণ যত্ন এবং অধ্যবসায় সহকারে সপ্তম বার চেষ্টা করিল; সেই বার তাহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এক কীটের এই রূপ প্রতিজ্ঞা এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দেখিয়া ব্রুস চমৎকৃত হইলেন। তিনিও নিজ অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ করণে ছয় বার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশা সফলা না হওয়াতে ভগ্নোদ্যম হইয়াছিলেন। [illegible] ঐ কীটের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া [illegible] হয় পাতন বা মন্ত্রেরই সাধন এই রূপ স্থির সংকল্প হইয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বিশেষ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জয় লাভ করিয়া পরম হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বদেশে পুনরাগত হইয়া সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অতএব, কোন কর্ম্মে উতলা না হইয়া, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্য সহকারে তাহাতে বিশিষ্ট রূপে মনোনিবেশ এবং যত্ন করিলে অবশ্যই জয় লাভ হয়, কোন সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য।

বাণিজ্য দ্বারা মানবগণের যে বিস্তর উপকার হইতেছে, তাহা সকলেই বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছেন।

এক এক দেশে এক এক দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু কেবল তদ্দ্বারা তত্রস্থ লোক সমূহ কখনই সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। এক দেশোৎপন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য দ্বারা অন্যান্য নানা দেশের সেই দ্রব্যাভাব নিরাকৃত হয়। এই প্রকারে এক দেশের দ্রব্যাদি অন্য দেশস্থ আর আর দ্রব্যাদির সহিত বিনিময় দ্বারা সকলের সকল অভাব দূরীকৃত ও সুখ বৃদ্ধির উপায় হইতেছে।

যে সকল রসনাসুখপ্রদ ও শরীরপুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিয়া আমরা তুষ্টি লাভ করিতেছি, যে সকল উত্তমোত্তম বস্ত্র পরিধান দ্বারা সকল ঋতুতে আপন আপন শরীর রক্ষা করিতেছি, রোগাক্রান্ত হইলে যে যে ঔষধ সেবন দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইতেছি, ইচ্ছা মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া যাহাতে পরম সুখে বাস করিতেছি, শরীরকে সুদৃশ্য

বস্ত্রাভরণে সুসজ্জীভূত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছি, সুমধুর স্বর সংযুক্ত-তাল মান লয় বিশুদ্ধ যন্ত্রাদির মধুরালাপ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছি, নিজাবাসে বসিয়া অতি দূর দেশস্থ মহাত্মাগণ কৃত নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা ভ্রম বিকার হইতে মুক্ত হইতেছি ও দুর্ল্লভ জ্ঞান লাভ করিতেছি, ইত্যাদির এক এক বিষয় মনোনিবেশ করিয়া আলোচনা করিলে, ইহা নিষ্পন্ন হইবে, যে বাণিজ্য ব্যতীত ঐ সকল সুখ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ঐ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিতি করে। সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম, রীতি, নীতি ও দেশাচারানুবর্ত্তী হইয়া চলে। রাজ্য শাসনের নিয়মও স্বতন্ত্র। বাণিজ্যোপলক্ষে নানা দেশ দেশান্তর গমন করিতে হয়। এবং তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশস্থ লোকের ব্যবহার ও পূর্ব্বোক্ত বিষয়াদি বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া আমরা বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

বাণিজ্য করিতে হইলে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও

পরিশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন। ইহার একের অভাব হইলে তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে না। ব্যবসায়ী লোকদিগের পরিমিত ব্যয়ী হইতে হয়, নতুবা কখনই ধন সঞ্চয় ও কার্য্য সফল হয় না। পূর্ব্বতন ইতিহাসাদি পাঠে জানা গিয়াছে, যে ফিনিসিয়ান ও কার্থেজিনিয়ান প্রভৃতি কতিপয় জাতি বাণিজ্য দ্বারা আপন আপন দেশের অবস্থা অতীব উন্নত করিয়াছিলেন। অধুনাতন ইংরেজ ও আমেরিকাবাসীরা অতি অল্প কাল মধ্যে বাণিজ্য দ্বারা কি অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি ও কেমন উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমানাবস্থা ও পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইলে, বাণিজ্য যে অত্যন্ত মঙ্গলকর ব্যাপার, ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। সর্ব্ব সাধারণের সুখ ও হিতসাধন বিষয়ে তদপেক্ষা সদুপায় অতি বিরল।

যদিও অস্মদ্দেশীয় প্রায় সকলেই এক্ষণে রাজপুরুষদের সহবাসে ও সহায়তায় বিলক্ষণ বিদ্যা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও সুখ সংভোগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বাণিজ্য কার্য্যে এমত

পরাঙ্মুখ এবং তাহার প্রতিকূলাচরণে তাহাদের একরূপ দৃঢ় সংকল্প, যে প্রাণান্তেও দেশান্তরে গমন এবং নিজ নিজ অবস্থা উন্নত করিতে চাহেন না। দাসত্বই মানব জন্মের সার কর্ম্ম এইটী নিশ্চয় জানিয়াছেন। নানা দেশ গমন ও নানা জাতীয় লোকের সহিত ব্যবহার দ্বারা প্রণয় বর্দ্ধন ও তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়া ব্যতীত বিলক্ষণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা লাভ হয় না। ভিন্ন জাতীয় লোক সমূহ নানা দেশ হইতে বিবিধ দ্রব্য আহরণ করিতেছে ও এই দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যান্য দেশে লইয়া যাইতেছে। এই প্রকারে ব্যবসায় দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই অতুল ধন লাভ করিতেছে। এই দেশের লোকেরা গৃহে বসিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই ভাল, এমত না ভাবিয়া যদি সেই সেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে দেশের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিত না।

যখন পৃথিবীস্থ প্রায় সকল দেশ ঘোরতর অসভ্যাবস্থায় ও তত্রস্থ লোকেরা মূঢ় ও কাণ্ডজ্ঞান রহিত ছিল, তখন কেবল এই পুণ্য ভূমিতেই বিবিধ বিদ্যা ও শিল্প শাস্ত্রাদির আলোচনা ছিল।

এই দেশ হইতেই নানা বিদ্যার জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশে প্রচারিত হয়।

অশন ও বসনোপযোগী দ্রব্যাদি এই দেশ হইতে পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা লইয়া যাইত। কিন্তু এই কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! যে দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশের যে যে শিল্প, শস্ত্র, ও শাস্ত্র বিদ্যার আলোচনা ও যেমন আচার ব্যবহার ও অভিমান ছিল, এক্ষণে প্রায় সেই মতই আছে। সেই সকলের কিঞ্চিন্মাত্র শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, বরং হ্রাসাবস্থা হইয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে যাহারা ঘোর অসভ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, যাহাদের অবস্থার বিষয় শ্রুত হইলে এখনও ভয়োদ্বেগ হয়। তাহারা ক্রমে ক্রমে বিদ্যালোচনায়, বুদ্ধি চালনায় এবং পরিশেষে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া কি মহীমান্ত, কি ঐশ্বর্য্যশালী, কি দূরদর্শী, কি জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্যোদ্দেশে কত কত দেশে অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশল এবং পরাক্রম সহকারে আপনাপন আধিপত্য স্থাপন করিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে জ্ঞান দান ও পরম সুখী করিতেছে।

অতি পূর্ব্বকালে মিশর ও ফিনিসিয়া দেশের

সহিত ভারতবর্ষের বাহুল্য রূপে বাণিজ্য কার্য্য প্রচলিত ছিল। মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নানা দেশীয় নরপালগণের বিবিধ প্রকার উপহার দিবার বিষয় যাহা ব্যক্ত আছে, তাহাতেও স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে হিন্দুদিগের অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য ঘটিত সংস্রব ছিল।

পূর্ব্বতন ফিনিসিয়ান ও কার্থেজিনিয়ানরা বাণিজ্য বিষয়ে নিপুণ ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকার্য্য বিস্তারিত করণের কোন সদুপায় করিতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত তাহাদের সৌভাগ্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

মেসিডন দেশাধিপতি মহান্ সেকেন্দার সাহ যৎকালে পারস্য রাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন, এই দেশের উর্ব্বরা ভূমি, বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী ও এ দেশোৎপন্ন স্বভাবজ ও শিল্পজ চমৎকার চমৎকার দ্রব্যাদি দেখিয়া ও তৎসমুদায়ের বিষয় শুনিয়া, ইহা নিজ রাজ্য ভুক্ত করিবেন, এইরূপ স্থিরসংকল্প হইলেন।

কিন্তু নানা দেশ পরাজয় করিয়া তাঁহার সেনানী অতিশয় শ্রান্ত ও বিগতবল হইয়াছিল। এই হেতু

তাহারা শতদ্রু নদীর পারে যাইতে অস্বীকার করিল। এবং বহুকাল গৃহ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অধৈর্য্য হইয়া শেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সেকেন্দার অগত্যা সম্মত হইলেন; কিন্তু ভারতভূমির সহিত স্বরাজ্যের বাণিজ্য কার্য্য যে রূপে সম্বদ্ধ হয় ইহা স্থির করিলেন। এবং তজ্জন্য সমুদ্র দিয়া কোন সুগম পথ আবিষ্ক্রিয়ার্থ আপন অমাত্য নিয়ার কাশকে পাঠাইলেন। আপনিও স্থানে স্থানে তজ্জন্য নানা নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এবং যত নগর নির্ম্মাণ করিলেন, মিশর দেশে আলেক জান্দ্রিয়া নাম্নী নগরী, অদ্যাপি তাঁহার বিচক্ষণতার ও দূরদর্শিতার প্রমাণ স্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বাঞ্চলে জরুসিলাম নামে এক নগর আছে। তাহা পূর্ব্বকালে যবনাধিকার ভুক্ত ছিল। তখন কতকগুলি খ্রীষ্টধর্ম্ম মতাবলম্বী লোক বাস করিত। খ্রীষ্টান ও যবনদিগের মধ্যে কিছু মাত্র সম্প্রীতি ও ঐক্য ছিল না, সর্ব্বদাই বিরোধ উপস্থিত হইত। পরিশেষে যবনেরা খ্রীষ্টানদের প্রতি অত্যান্ত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি,

দ্বেষ পরবশ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মের যৎপরোনাস্তি অপবাদ দিয়া তন্মতাবলম্বী লোকদিগকে উচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপস্থ সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজাদিগের ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ সকলে অসংখ্য সৈন্য একত্র ও বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া যবনকুল ধ্বংস করণাশয়ে উক্ত দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রা কালীন আসিয়া খণ্ডের নানা দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল দেশোৎপন্ন অত্যাশ্চর্য্য মনোহর দ্রব্যাদি দেখিয়া ও ব্যবহার করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং সময়ান্তে স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া বিবিধ প্রকারে সেই সকল দেশের সহিত বাণিজ্য করণে, আপন আপন অধিকারস্থ লোকদিগকে অনুমতি করিলেন। এইরূপে ইংরেজ, পর্ত্তুগীস, ওলন্দাজ, ইস্পানিয়ার্ড, ইটালিয়ানেরা নিজ নিজ ভূপতি কর্ত্তৃক উৎসাহিত ও আদেশিত হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তদুপলক্ষে নূতন নূতন দেশ দ্বীপ ও সমুদ্র দিয়া সুগম পথাদি উদ্ভাবন করিয়া

মিত্রতা।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, যে মনুষ্য যত অধিক লোকের সংসর্গ করেন, বিবিধ বিষয় আলোচনা দ্বারা তাঁহার মনের স্ফূর্ত্তি ও বিবেচনা শক্তির প্রাখর্য্য জন্মে। কিন্তু ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা যত অধিক লোকের সংসর্গ করি, ততই মনের যথার্থ ভাব অপ্রকাশ রাখিতে যত্নবান হই, এবং ততই কেবল সাধারণ বিষয়োপরি নানা কথোপকথন দ্বারা কালহরণ করি। কিন্তু যদি কখন সৌভাগ্য ক্রমে আমরা জগদ্দুর্লভ এক অকপট প্রণয়পবিত্র মিত্র প্রাপ্ত হই, তখন কি অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকি। বন্ধুর মুখ নিঃসৃত কথা সকল কি অমৃতময় বোধ হইতে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের সময় বন্ধু ব্যতীত আর কাহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া দুঃখের হ্রাস করা যায় না। আহ্লাদের সময়ে আর কাহার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহার প্রাবল্য করা যায় না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আমাদের পরম মিত্র। কিন্তু তাঁহাদের নিকট মনের সকল কথা কহিতে

পারা যায় না। প্রত্যেকের নিকট সম্বন্ধ বিচার করিয়া কথা কহিতে ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু মিত্র ব্যতীত অকপটে আগ্রহাতিশয় সহকারে মনোভাণ্ডার বিবৃত করিতে আর কাহার নিকটে প্রবৃত্তি হয় না। মিত্রতা আমাদের পরম সুখের এক প্রধান উপায়। সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহা অনেকেরই সহিত হইবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিরা দীর্ঘকাল পরীক্ষান্তরে এক জনেরই সহিত মিত্রতা করেন, এবং তাহাই প্রকৃত মিত্রতা। এবম্প্রকার মিত্র লব্ধ হইলে জগতে আর কোন সম্পদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে যাহার এমত মিত্র নাই, এই জগৎ তাহার পক্ষে অরণ্য সমান।

দুঃখ ও বিপদ্‌কাল ব্যতীত মিত্র জানিতে পারা যায় না। এই জন্য শাস্ত্রবেত্তারা ভূয়োভূয়ঃ আদেশ করিয়াছেন, যে সুখের সময়ে যাহারা বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইলে সাবধান হওয়া উচিত। যাহারা লাভ প্রত্যাশী, তাহারা কোন ক্রমেই এই পরম পবিত্র মিত্র নামের যোগ্য হইতে পারে না। অন্য কর্তৃক

তৎপক্ষে বিশেষ সদুপায় সাধন করিলেন। অন্যান্য রাজ্যাধিপতিরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুগামী হই-লেন। এই রূপে বাণিজ্য ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে লাগিল। এবং তদ্দ্বারা অনেকানেক অসভ্য ও মূঢ় জাতি সভ্য ও জ্ঞানী হইয়া উঠিল। বাণিজ্যের বিবরণ ও উপকার সমূহ অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে ইহা কথিতব্য, যে অধিকাংশ ব্যবসায়ী লোক সত্যালোচনায় বিশিষ্ট রূপে মনোযোগী নহে। অর্থলাভ করণেই বিলক্ষণ তৎপর, তৎপক্ষে অ-নেক বিষয়ে বিচার শূন্য। ব্যবসায়ীদিগের লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। কোন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন যে, যে দেশের লোক সদা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা কাল যাপন করে, সে দেশে বলিষ্ঠ যোদ্ধা নাই। অন্য দেশ হইতে সৈন্য সং-গ্রহ করিয়া সেই দেশ রক্ষা করিতে হয়। ফলতঃ সেই ভিন্ন দেশস্থ বেতনভোগী সেনাগণ দ্বারা তাহা কখনই উত্তম রূপে রক্ষিত হইতে পারে না। পূর্ব্বতন কার্থেজের বৃত্তান্ত ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল যথার্থ বটে, কিন্তু অধুনাতন ইংরেজ ফরাসি জাতিদের বাণিজ্য

কার্য্যের আধিক্য, অথচ তাহাদের সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ ও দেশ রক্ষার সুশৃঙ্খলা দেখিলে উক্ত উক্তি কখনই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। যাহা হউক বাণিজ্য যে মানববর্গের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রধান উপায়, ই-হাব কোন সন্দেহ নাই। এই হেতু অতি দূরদর্শী শাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন "বাণিজ্যে বসতী লক্ষ্মী।"

পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরা সমুদ্র পথ দিয়া নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। বালী ও সিংহল দ্বীপাদিতে তাহাদের গতায়াত ছিল, তা-হার বিশেষ প্রমাণ এই, যে তত্তৎস্থানে অস্মদ্ ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক লক্ষণ অনেকের দৃষ্টি গোচর হই-য়াছে, ও ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় অনেক দ্রব্যও পা-ওয়া গিয়াছে। আর সুখত্তর দ্বীপেও হিন্দুলোকেরা বসতি করিতেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এবং আ-ফ্রিকা মহা দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে সোকালা নামক স্থানেও হিন্দু জাতীয়েরা যাতায়াত করিতেন। ই-হাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে অতি পূর্ব্বকালে, সমুদ্র পথে গমনাগমন করা, অস্মদ্দেশীয় লোকদি-গের পদ্ধতি ছিল। তবে এক্ষণে কি নিমিত্তই বা তাহা পাপজনক ও নিষিদ্ধ হইল, ইহা স্থির করিতে পারা যায় না।

শরীরের কোন বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা হইলে, হস্ত যেমন নিস্পৃহ হইয়া রক্ষা করে, নেত্রচ্ছদ যেমন নিস্পৃহ হইয়া চক্ষুকে সর্ব্বদা রক্ষা করে, স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন জন্য যেমন তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হয় না, সেই মত যিনি যথার্থ মিত্র, তিনি নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া বিনা আহ্বানে মিত্রের উপকার করিতে সচেষ্ট হয়েন। তাঁহাদের উভয়ের এক মন, এক প্রাণ, কেবল দেহ মাত্র স্বতন্ত্র। প্রকৃত মিত্র প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। এই রূপ দুর্ল্লভ প্রকৃত মিত্রের বাহে প্রণয় প্রকাশ, এবং অন্তরে দ্বেষ ও অনিষ্ট চেষ্টা নাই। এমন মনাকাঙ্ক্ষার এবং কার্য্যে, অপকার নাই। ধর্ম্ম ও বুদ্ধি সংযোজনে যে প্রণয় বর্দ্ধিত হয়, সদা প্রফুল্লতা লাভই তাহার ফল। কিন্তু লোভ যে প্রণয়ের মূল ভূত কারণ, সেই প্রণয় শীঘ্রই ভঙ্গ হয়। অর্থলিপ্সু ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই ঘটনা অহরহ ঘটিতে দেখা যায়।

কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্তা কহিয়াছেন, “অগ্রে বিলক্ষণ পরীক্ষা না করিয়া কাহার সহিত “মিত্রতা করিও না, কেননা অনেকে আপন কার্য্যো- “দ্ধার নিমিত্ত বন্ধু হইতে আইসে। পরে দুঃখের

" সময়ে তোমাকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করে।
" এবং কোন কারণ বশতঃ তোমার সহিত মনো
" ভঙ্গ হইলে পদে পদে তোমার অমঙ্গল চেষ্টা
" করে। সৌভাগ্যের সময়ে তোমার পরমাত্মীয়ের
" স্বরূপ ব্যবহার করে, এবং তুমি ক্লেশে পড়িলে
" তোমাকে দেখিলে বিমুখ হয়।

প্রকৃত মিত্রতাই জীবনের ভেষজ স্বরূপ, তদ্ব্যতীত দুঃখ, ক্লেশ, মনের যন্ত্রণা, তাপ ও শোক নাশের উপায়ান্তর নাই। যথার্থ মিত্রই অমূল্য ধন। যে ভাগ্যধর ব্যক্তি এই [illegible] তাঁহার যত্ন ও দার্ঢ্য সহকারে তাহা রক্ষা করা উচিত। সমান বয়স, সমান অবস্থা মনের গতি সমান, রীতি নীতি ও প্রকৃতি সমান হইয়া যে মিত্রতা হয়, তাহাই বহুকাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। আসঙ্গলিপ্সা ধর্ম্ম দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া যে মিত্রতা উৎপাদন করে, তাহা হইতে সুখ স্বরূপ ফল উৎপন্ন হয়। এবং তাহাই শারীরিক ও মানসিক পীড়া শান্তির সদুপায়। যিনি এই ফলের আস্বাদ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার জীবনই বৃথা।

যে ব্যক্তি অনেকের সহিত মিত্রতা করিতে

চাহে, ত্রিজগতে তাহার কেহই যথার্থ মিত্র নাই। সকল মিত্রাপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কেননা, বিদ্যা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়। মনুষ্যের সহিত মিত্রতা করিয়া জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত সুখ সংভোগ করা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞানকে সুহৃৎ জানিয়া যে মহাত্মা তদনুগামী হন, তিনি এই সংসারের দুঃখ ও বিপদ্ সমুদ্রে অটল। তিনি আর কোন ব্যক্তির সহায়তার অপেক্ষা কিম্বা ভরসা করেন না। সদা পুলকিত চিত্তে ঈশ্বরাদেশিত কর্ত্তব্য সাধন ও তজ্জনিত পরম সুখ লাভ করিয়া আপন জীবন সফল করেন। ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম আছে, জ্ঞান যে কেবল ইহ কালে সুখদাতা এমত নহে, পরিণামে তাহার মত মিত্রের কার্য্য আর কেহই করে না। অতএব, এমত যে পরম বন্ধু তাহাকে অবলম্বন ও তাহার অনুবর্ত্তী হওয়া, মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অভ্যাস।

ঐক দিন গ্রীষ্মকালে দিবাবসানে ভাগীরথী-তটস্থ এক উদ্যান মধ্যে উপবেশন করিয়া দেখিতে

ছিলাম, দিননাথ পশ্চিমাচল চূড়াবলম্বন করি-তেছেন, এবং সেই দিক্ তজ্জন্য লোহিতবর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। ক্ষণকাল পরেই পূর্ব্বদিকে কুমুদিনীনায়ক উদয় হইতেছে, উদ্যানস্থ বৃক্ষ তরু লতাদি, নব পল্লবিত শাখা, এবং নব বিকশিত কুসুম সমূহে অতি মনো-হর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রস্ফুটিত কুসুমাদি বাতাহত হইয়া সৌরভ দ্বারা চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে, সলিলসিক্ত সুশীতল সমীরণ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে, এবং নানাবিধ পক্ষিগণ প্র-ফুল্ল চিত্তে মধুরস্বরে সংগীতালাপ করিতেছে। বোধ হইতে লাগিল, সমস্ত দিন প্রচণ্ডতাপে তা-পিত হইয়া স্বভাবের যে সকল পদার্থ একেবারে নির্জীব ছিল, এক্ষণে নিশার আগমনে বিগতশ্রম হইয়া সকলে পুনর্জীবিত হইতেছে। বোধ হইতে লাগিল, পুনর্জীবিত হইয়া সকলেই সকৃতজ্ঞ চিত্তে নিজ নিজ শক্তি ও স্বভাবানুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তার মহিমা ও আশ্চর্য্য কৌশ-লের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সমস্ত দিন পরিশ্র-মান্তে যে ব্যক্তি এই প্রকার উপযুক্ত কালে ও

মনোরম্য স্থানে এক এক বার গিয়া মনঃস্থির করিয়া এই সৃষ্টিস্থ স্বভাবের শোভার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারেন, যে প্রফুল্লতা কি পদার্থ। তাঁহারই মন প্রকৃত প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছে।

সেই দিন আমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত উদ্যান মধ্যে বসিয়া ঐ সকল মনোহর অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম। এমত সময়ে স্বপ্নাবস্থায় আমার এক পরমাত্মীয় প্রেমাস্পদ মিত্র এক বীণা হস্তে করিয়া মৎ সন্নিধানে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরও হর্ষোৎফুল্লচিত্ত হইলাম। পরে দোষবর্জ্জিত আমোদ প্রমোদ, উদ্যানের চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন এবং কথোপকথনে প্রায় যামিনীর বহুতরাংশ গত হইল। গৃহে পুনরাগত হইব, এমত সময়ে মিত্রের বীণার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা একবার বাদন জন্য, তাঁহাকে কহিবা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। এবং সুমধুর রাগ পূরিত এমত একটী সংগীতালাপ করিলেন, যে তচ্ছ্রবণে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও আর্দ্রীভূত হয়। অতি

জ্ঞানহীন জন্তুও মোহিত হয়। আহা সংগীত শাস্ত্র কি মধুর! কি অমৃত পূরিত! তাহার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! শ্রবণ কি সার্থক ইন্দ্রিয়! বিধাতা কি পরমাশ্চর্য্য শিল্পকারী! এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমত সময়েই তিনি বীণা বাদনে নিরস্ত হইলেন।

তখন মনে মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল, যে চিরজীবন এই অমৃতময় সংগীত শ্রবণ করিলেও বোধ হয় শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিজবাসে পুনরাগমন করিয়া ইচ্ছা হইল, আমিও এক বীণা যন্ত্র লইয়া সেই মত বাদন করিব। এবং স্বয়ং সংগীতালাপ করিয়া পরম সুখ সংভোগ করিব। পর দিনেই ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া এক যন্ত্র আহরণ করিলাম। এবং বাদনোদ্যম করিলে কিছুই হইল না। বরং এমত কর্কশ স্বর নির্গত হইতে লাগিল, যে তাহা শ্রবণ করিলে সংগীতালাপের প্রতি হতশ্রদ্ধা হয়। তখন মনে মনে ভাবিলাম, যে বীণা থাকিলেই এবং হস্তে লইলেই যে সংগীতালাপ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, এমত নহে। পুস্তক সংগ্রহ করিলেই যে বিদ্বান্ হয়, এমত নহে, কোন বিষয় শিক্ষা এবং অভ্যাস না করিলে, কখনই কেহ তাহাতে নিপুণ হয় না।

অনেক বিষয় আছে, যাহা মানব মাত্রেই স্বাভাবিক উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহারা শিক্ষিত না হইলে, নিজ নিজ অভিপ্রেত সম্পাদনে সক্ষম হয় না। যে যেমন সমাজে বাস করে, সে ঠিক সেই মতই শিক্ষা করে। জন্মিবা মাত্রেই যদি এক শিশুকে কোন লোকসমাগমশূন্য অন্ধকারময় স্থানে, এবং নিত্য যথোপযুক্ত কালে তাহাকে কেবল প্রাণধারণোপযুক্ত আহার প্রদান করিয়া রাখা যায়, কেহই কখন তাহার সহিত কথাবার্ত্তা না কহে। সে বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে কখনই কথা কহিতে পারে না, কেবল আহার প্রাপ্ত হইলেই পরিতুষ্ট থাকে, এবং উলঙ্গ থাকিলে তাহার লজ্জা বোধ হয় না, সদা একাকী থাকিতেই তাহার ইচ্ছা। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে যদি বহির্গত করা যায়, প্রথমতঃ আলোক দেখিয়া হতবুদ্ধি হয় এবং তাহা অসহ্য বোধ করে। কেহ কিছু বলিলে তাহা বুঝিতে পারে না, নগ্নত্ব জনিত লজ্জা বিহীন, সংসারের সকল পদার্থ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে থাকে। মাতৃগর্ভে তাহার মনের ভাব ও প্রকৃতি যেমন ছিল, এক্ষণে ঠিক তদবস্থা-

তেই থাকে। কিন্তু এত অধিক বয়সেও তাহাকে লোকসমাজে আনিয়া কিয়দ্দিন রাখিলেই ক্রমে ক্রমে সকল শিক্ষা করিতে থাকে, এবং অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া তখন তদনুগামী হইয়া চলে। পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে সে কত লজ্জিত হয়। এই রূপ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায়, মনুষ্য যাহা শিক্ষা করে, তাহাই অভ্যাস হয়, এবং যাহা অভ্যাস হয়, ঠিক সেই পথানুগামী হইয়া চলে।

যে পদার্থ দেখা আমাদের অভ্যাস নাই, তাহা দেখিলেই চমৎকৃত হই, এবং সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা হয়। ক্রমে দেখিতে দেখিতে এমত অভ্যাস হইয়া যায়, যে তাহা আর দেখিবার নামটীও করি না।

এদেশে যখন বাষ্পীয় পোত প্রথম চলিতে আরম্ভ হয়, তখন কত শত লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদ্দর্শনার্থে নদী তীরে ধাবমান হইত। এমন কি, বাষ্পের তরণী আসিতেছে শুনিয়া, নিত্য কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিত। বাষ্পের শকট যখন এদেশে চালিত হয় নাই, তখন তাহা কি অদ্ভুত ব্যাপার,

ভাবিয়াও অনেকে স্থির করিতে পারিত না। পরিশেষে যখন চালিত হইতে আরম্ভ হইল, সকলে তদ্দর্শনে কত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত, কি আগ্রহাতিশয় পূর্ব্বক তাহা দেখিতে ব্যস্ত হইত! কিন্তু শেষে দেখিয়া শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সে আগ্রহাতিশয়ও নিরাকৃত হইয়াছে।

যে পদার্থ আমরা কখন দেখি নাই, কি যাহার বিষয় কখন শুনি নাই, তাহাই নূতন। এই হেতু নূতন পদার্থ দেখিতে শুনিতে আমাদের এত অধিক স্পৃহা হয়। এবং সেই স্পৃহা থাকাতেই আমরা নূতন নূতন ব্যাপারে, এবং কার্য্যে নিত্য প্রবৃত্ত হইতে চাহি। তাহা না থাকিলে যাহা আছে, যে অবস্থায় আছি, যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, খাইতেছি তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতাম। এই রূপ পরিতৃপ্ত থাকিলে আমাদের অবস্থা কখনই উন্নত হইত না, নূতন নূতন বিষয়াদি আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমরা যে উপকৃত হইতেছি, তাহা আর কখনই হইতাম না। উৎকৃষ্ট রোগনিবারক যে যে মহৌষধি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং হইতেছে তাহা আর হইত না। পীড়িত হইলে একে-

বারে অকালে শমন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইত। সহস্র ক্রোশাধিক দূরদেশ স্থিত পরম প্রেমাস্পদ আত্মীয়ের অথবা অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সম্বন্ধীয় যে সংবাদ এক্ষণে দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে প্রাপ্ত হইতেছি, তাড়িতবার্ত্তাবহ আবিষ্কৃত না হইলে কখনই তাহা পাইতাম না। এবং কত উৎকণ্ঠিত এবং ব্যাকুলিত চিত্তে কাল হরণ করিতে হইত। নানা দেশের সহিত বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা আমরা যে সুখসাচ্ছন্দ্য সম্বর্দ্ধন করিতেছি, সমুদ্রে সুগম পথাদি, নাবিক বিদ্যা, এবং বাষ্পের তরণী ইত্যাদি নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত না হইলে আমরা সে সুখে বঞ্চিত থাকিতাম, কত হীনাবস্থায় কাল নষ্ট করিতাম।

যাহা প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির গোচর হয় তাহাই নূতন। কিন্তু অভ্যাসের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই, যে সেই নূতন পদার্থ কঠিন হইলে অভ্যাস জন্য সহজ জ্ঞান হয়, মনোহর হইলেও তদ্দর্শনে ঔৎসুক্যের আর আধিক্য থাকে না। অতএব, অভ্যাসের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা না থাকিলে, কেহ কখনই কোন অবস্থাতে সম্যক্ সুখী হইতে পারিত না। যাঁহারা

আমিষভোজী তাঁহারা কহেন, যে মনুষ্য আমিষ ব্যতীত কেহ কখনই ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যিনি নিরামিষভোজী তিনি কহেন, যাহারা মাংসাহার করে, তাহারা অত্যন্ত অপবিত্র দ্রব্য ভোজন করে, এবং সেই ভোজনে প্রকৃত তৃপ্তি পায় না। মাংসের নামোপস্থিত হইলে তাঁহার আহারে বিঘ্ন জন্মে। সেইরূপ যাহারা অধিক বস্ত্র দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করে, তাহারা কহে, যাহারা অল্প বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাহারা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করে। ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শীতকালে নানা প্রকারে শীত হইতে শরীর রক্ষা করেন। গ্রীষ্মকালে যাহাতে গ্রীষ্ম উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্লেশ প্রদান না করে, তাহার নানা উপায় করিয়া থাকেন। বর্ষা কালে বৃহৎ অট্টালিকোপরি বাস করেন, স্থানান্তরে গতায়াত করিতে হইলে যানারোহণ দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করেন। এই সকল করাই তাঁহাদের অভ্যাস হইয়াছে। আবার এমত দীনদশাপন্ন ব্যক্তিও আছে, যাহারা শীত ঋতুতে একখানি মলিন, জীর্ণ ও সূক্ষ্ম বসন দ্বারা শীত নিবারণ

করে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তপন তাপে তাপিত হইলেও, এবং বর্ষাকালে মুষলধার বৃষ্টিতে সিক্ত হইলেও তাহাদের বিশেষ ক্লেশ হয় না। এই দুয়ের অবস্থার কত তারতম্য। কিন্তু যাহার যে অবস্থাতে থাকা অভ্যাস হইয়াছে, তাহাতে কখনই তাহার ক্লেশ হয় না। তাহাতে যদি কষ্ট হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অকালে দেহযাত্রা সম্বরণ করিত।

যাহারা সদা যানোপরি আরোহণ করিয়া গতায়াত করেন, চলিতে হইলে তাঁহাদের বড় ক্লেশ হয়। যাহারা কেবল চলিয়া গতায়াত করে, চলিতে তাহাদের কিছুই ক্লেশ বোধ হয় না। তাঁহারা নিত্য নানা রসনাসুখদ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি দ্রব্য ভোজন করিয়া থাকেন, অতি যৎসামান্য শাকান্ন আহার করিতে হইলে তাহাদের কত ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু যাহারা নিত্য শাকান্ন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে, তাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশ বোধ হয় না। যাঁহারা সদা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান, এবং পরিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন, তাঁহাদের মলিন বস্ত্র পরিধান এবং দুর্গন্ধময় স্থানাদিতে বাস করা, কত ক্লেশ

দায়ক বোধ হয়! কিন্তু যাহারা দীন হীন, তাহাদের মলীন বসনে, কি অতি পূতিগন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস করণে, কিছুই ক্লেশ নাই। যাহারা মাংস-বিক্রেতা তাহারা অনায়াসে নিত্য নিত্য অসংখ্য জীবের প্রাণ নাশ করিতেছে। ধীবরেরা অনায়াসে সকল ঋতুতেই জল মগ্ন হইয়া মৎস্য ধৃত করিতেছে। কৃষকেরা সকল ঋতুতেই অক্লেশে কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। এই রূপ ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়, যে অভ্যাসই এই সকলের মূলীভূত কারণ। অতএব, অভ্যাসের কি পরমাশ্চয্য ক্ষমতা!

এমত বিস্তর দেখা ও শুনা গিয়াছে যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তি সদা নানা সুখে কাল যাপন করিয়াছেন, দীনতা যে কি পদার্থ, যাঁহার মনে কখনই অনুভূত হয় নাই, মলিন বসন যিনি কখন স্পর্শ ও কদর্য্য দ্রব্য কখনই আহার করেন নাই, যানারোহণ বিনা যিনি কখনই চলিয়া গতায়াত করেন নাই, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ কাল সহকারে তাঁহাকেও অতি হীনদশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এমন কি, দিনান্তে তাঁহার এক বার আহার প্রাপ্ত হওয়া ভার

হইয়া উঠিয়াছে, এক বস্ত্র ব্যতীত দ্বিতীয় বস্ত্রাভাব, পর্ণকুটীরে বাস ইত্যাদি সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু অভ্যাসের কি আশ্চর্য্য শক্তি, যে প্রথমে সেই হীনাবস্থায় তাঁহার যেমন ক্লেশ বোধ হইত, ক্রমে আর তত হয় নাই। পরে ক্রমে তাহাতে কাল যাপন করাই তাঁহার অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে। সেই অবস্থার মত অশন বসনে তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইয়াছে।

কেহ প্রতি দিন একবার আহার করিয়া থাকে, কাহারও বারত্রয় আহার না করিলে তৃপ্তি বোধ হয় না। কেহ বা বিংশতি ক্রোশ অনায়াসে চলিতে পারে, কেহ অর্দ্ধ ক্রোশও চলিতে সক্ষম নহে। কেহ বা সমস্ত দিন কথা কহিয়া কাটাইতে পারে, কাহার পক্ষে অল্প কথা কহাও মহা ক্লেশকর বোধ হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়াদিতে বালকদিগের শিক্ষকতা * কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সমস্ত দিন অন-

---

* শিক্ষকতা কর্ম্মের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করেন, তাঁহারা অধ্যাপক নামে বিখ্যাত। তাঁহাদিগকে অধিক চীৎকার করিতে হয় না, এবং বড় গোলযোগে থাকিতে হয় না। কিন্তু শিশুগণ যে স্থানে পাঠ করে, তথায় গোল হয়

বরঞ্চ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা তাঁহাদের এমত অভ্যাস হইয়াছে, যে অন্যে সে রূপ কথা কহাকে লোকাতীত ব্যাপার বলিয়া থাকে। ইহার কারণ যে যাহা অভ্যাস করিয়া থাকে, তদ্বিষয় সাধনে তাহার বিশেষ ক্লেশ হয় না।

যে ব্যক্তি চিররোগী, যে ব্যক্তি সুখ ভোগ কি পদার্থ তাহা জ্ঞাত না হন, শারীরিক অল্প অসুখে তাহার কিছুই ক্লেশ অনুভূত হয় না। যিনি নিত্য কটু তিক্ত ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকেন, ঔষধ সেবন করা তাঁহার পক্ষে আর ক্লেশকর হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি সদা সুস্থশরীর, সামান্য উদরাময় কি শিরঃপীড়া হইলেই তাঁহার কত যন্ত্রণা বোধ হয়, একটু ঔষধ সেবন করিতে হইলে তাঁহার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যে নিত্য রোগী সমস্ত রাত্রি

বলিয়া তাঁহারা তাহাতে বড় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারাও শিক্ষক, শিশুদিগের শিক্ষকও শিক্ষক। কিন্তু অভ্যাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, যে এক জন চিরকাল চীৎকার করিয়া এবং অত্যন্ত গোলযোগ সমাকীর্ণ স্থানে থাকিয়া তাহার ক্লেশ হয় না। আর এক জন চীৎকার কি গোলোযোগের নাম শুনিলেই অতি রুষ্ট হইয়া উঠেন। হায় অভ্যাস! তোমার কি ক্ষমতা!

নিদ্রা না হইলে তাহার বিশেষ ক্লেশ হয় না। কিন্তু যে প্রত্যহ রাত্রি ঘোরতর নিদ্রায় যাপন করে, এক রাত্রি অনিদ্রায় যাপিত হইলে তাহার মুখে কত অসুখের কথা শুনা যায়। ইহার আর কিছুই কারণ নাই, কেবল এই যে, এক জনের নিত্য রোগ ভোগ জন্য তাহা এক প্রকার অভ্যাসের মধ্যে হইয়া যায়: আর অন্যের অভ্যাস বিহীনতা জন্য তাহা এত অধিক ক্লেশকর বোধ হয়।

সদা রোগি ব্যক্তি, যাবজ্জীবন সর্ব্বসুখে বঞ্চিত, কিন্তু যাহারা সচ্ছন্দ শরীরে আছে, তাহারা কখনই তাহাদের মত এক প্রকার মিতাহারী হইয়া থাকিতে এবং কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। সদা রোগী ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিয়া করিয়া আহার, পরিধান, নিদ্রা ইত্যাদি জীবনের ভোগোপযোগী তাবৎ বিষয়ে এমত বঞ্চিত, এবং তজ্জন্য কষ্ট সহ্য করা তাহার এমত অভ্যাসের আয়ত্ত হইয়াছে, যে তাহাতে তাহার এমত ক্লেশ নাই, যেমত দুই এক দিন কষ্ট পাইয়া সুস্থশরীর ব্যক্তি বোধ করেন।

যাঁহাদের প্রত্যহ প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিশার শেষ ভাগে শয়ন করিলেও ঠিক সেই প্রত্যূষেই

তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে। যাহারা আলস্য পরবশ, তাহারা আলস্যেরই বশীভূত হইয়া জীবন ক্ষয় করে, শ্রম তাহাদের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর! আবার অভ্যাস গুণে অলস শ্রমী হয়, শ্রমীও অলস হয়।

যাহারা নিত্য অহিফেণ ভক্ষণ এবং মদ্য পান করিয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতি অভ্যাসের প্রাবল্যের যেমন সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল, এমত আর প্রায় নাই। অহিফেণভোজী নিত্য যে সময়ে তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এক দিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, তাহার মহা কষ্ট হয়, সর্ব্বদা জৃম্ভণ তুলিতে থাকে; তাহার নয়নদ্বয় হইতে সর্ব্বদা বারি নিঃসৃত হইতে থাকে; পরিশেষে এমত ঘটিতে শুনা যায়, অহিফেণ অভাবে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও হয়।

যাহারা মদ্যপায়ী, তাহাদের কথা কহিতে হইলে আরও দুঃখ উপস্থিত হয়। মদ্যপায়ীরা মদ্য পানান্তে, যে প্রকার মত্ততা প্রকাশ করে,—বুদ্ধি ও বিবেক শক্তি বর্জ্জিত এবং কাণ্ডজ্ঞান রহিত হইয়া যে প্রকার পশুবৎ ক্রিয়াদি করে,—সর্ব্বদা শরীর ও মনের যে প্রকার অস্থৈর্য্যও গ্লানি প্রকাশ করে,—

পরিশেষে নানা উৎকট পীড়ায় পীড়িত ও জর্জ্জরী-
ভূত হইয়া যে অসহ্য যন্ত্রণা সংভোগ করে,—তদ্বিষয়
কহা দূরে থাকুক, এক বার মনে করিতে হইলেও
হৃদ্‌কম্প হয়। যৎকালে এতদ্দেশস্থ লোক সমূহের
মদ্য পান অভ্যাস ছিল না, তখন সকলেই পরম
সুখে ছিলেন। কিন্তু ভিন্নরাজ্যাধীন হইয়া সুরা পা-
নের এরূপ আধিক্য হইয়াছে, যে [illegible] কিছু কাল
সুরারূপা রাক্ষসীর এই মত প্রা[illegible] থাকিলে এ-
দেশের অমঙ্গলের আর পরিসীমা থাকিবে না। সুখে
সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইয়া উঠিবেক.
সুস্থশরীরি এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আর দৃষ্টি
গোচর হইবেক না। হা পাপীয়সি পিশাচী স্ব-
রূপা মদিরে! এদেশের সর্ব্বনাশের কারণ অহর্নিশ
পরিভ্রমণ করিতেছ। তোর সে স্বদেশবাসি পরমা-
ত্মীয়গণ তোমার মোহিনী মূর্ত্তিতে কখনই মোহিত
হয় না, হইলে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়।

হা পাপীয়সি! তুমি বিস্তর উপহার প্রাপ্ত হই-
য়াছ, এক্ষণে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূ-
র্ব্বক দেশান্তর গমন করিয়া তথায় নিজ আধিপত্য
স্থাপন কর। এদেশের দুর্ভাগ্য রূপ অনল একে-

বারে প্রজ্বলিত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি আর লালসা রূপ কাষ্ঠ প্রদান করিয়া তাহা দ্বিগুণতর প্রজ্ব-লিত করিও না। তোমার কোটি সূর্য্যসম তেজে সকলেই জ্বলিতেছে,—দেশ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

হা রাক্ষসি! সর্ব্বলোক সঙ্কীর্ণ স্থানে গমন কর, যে মনের সুখে রাজ্য করিতে পারিবে, এই অধঃ-পতিত দেশ একেবারে নির্বীর্য্য ও নিস্তেজ হইয়াছে, আর এখানে থাকা তোমার পক্ষে কোন মতে শ্রেয়স্কর বোধ হয় না।

নিত্য কর্ম্মের নামই অভ্যাস। যে বিষয় নিত্য করা যায়, তাহাই অভ্যাস হয়। নিত্য যে যেমন সংসর্গ করে, অভ্যাস গুণে তাহার প্রকৃতি ঠিক তদনুযায়ী হয়। অতি মহৎ ব্যক্তি যদি নিত্য কু-লোকের সংসর্গ করেন, তাঁহারও প্রকৃতি কুৎসিত হইয়া উঠে। কুচক্রীর চক্রে পতিত হইলে অতি সরলান্তঃকরণ ব্যক্তিও কুচক্রী হন। তস্করের সং-সর্গে সহবাস করিয়া কোন্ ব্যক্তি সাধু থাকেন? কিন্তু যেমন নিন্দনীয় ও অপকৃষ্ট বিষয়াদিতে রত থাকিলে, অভ্যাস গুণে, রীতি নীত্যাদি অপকৃষ্ট হয়,

সেই মত সদ্বিষয়াদিতে মনোনিবেশ ও সদা সদা-লোচনা করিলে অভ্যাস গুণে প্রকৃতি উৎকৃষ্টতাই প্রাপ্ত হয়। এই হেতু সকল লোকেরই সদা-চার ও সৎপথের পথিক হওয়া সর্ব্বতোভাবে ক-র্ত্তব্য। যাহারা কুপথগামী হইয়াছে, যদিও আপা-ততঃ সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস গুণে সৎ পথে তাহাদের মতি হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। অনভ্যাস জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সকল কষ্ট দূরী-কৃত হয়, এমত অনেক দেখা গিয়াছে। পরিশেষে এ-মত হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বাভ্যাস আর স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। বর্ত্তমান অভ্যাসই মহা আনন্দজনক হইয়া পড়ে, কেবল তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করণে প্রবৃত্তি হয়; এবং তদ্ব্যতীত আর কিছু উৎকৃষ্ট বোধ হয় না। অতএব, যাহা চালনা করা যায়, তাহাই অভ্যাস হইয়া উঠে। যে যাহাতে রত থাকে, তাহাই তাহার অভ্যাস। যে বিদ্যালোচনায় রত বিদ্যালোচনাই তাহার অভ্যাস, তাহাতে তা-হার শ্রান্তি হয় না। যে ঈশ্বরারাধনায় রত তাহাই

তাহার অভ্যাস, উহাতে তাহার কষ্ট বোধ হয় না। যে মূঢ়তা জন্য সদা কুকর্ম্মে রত, তাহাই তাহার অভ্যাস, তজ্জন্য তাহার মনের বিকৃতি হয় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অভ্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা। অভ্যাসের ক্ষমতার সহিত পিতা মাতা গুরু এবং রাজার ক্ষমতা তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত কত গুরুতর বোধ হয়! যে ব্যক্তি সদা কদাচারী,—যাহার কুক্রিয়াতে মতি, সদা সে কুকর্ম্মেই রত,—পিতা মাতা এবং গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত,—কি রাজকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে, সে প্রায় কখনই সহজে তাহা হইতে নিরস্ত হয় না; অভ্যাস কর্ত্তৃক সে এই রূপ কঠিনতর দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে।

সদা পরের দাসত্ব করা অস্মদ্দেশীয় লোকের এমত অভ্যাস হইয়াছে,—দাসত্ব এমত সার জ্ঞান হইয়াছে—তাহাতে তাঁহাদের এমত প্রবৃত্তি হইয়াছে, য.কাহার সাধ্য সে অভ্যাস হইতে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করে। দাসত্ব করিতে ও প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্মাইতে, তাঁহারা এমত তৎপর ও তদ্বিষয়ে তাঁহাদের এত পটুতা, এবং তজ্জন্য এমত কঠিনতর

পরিশ্রম করিতে পারেন, যে তাহাতে তাঁহারা কোন ক্লেশ বোধ করেন না। এই অভ্যাস এতদ্দেশস্থ লোকের মধ্যে এ রূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাহা উন্মূলনের কোন উপায় নাই।

হা হতভাগ্য স্বদেশবাসি লোক! অর্থের কারণ এমত অমূল্য স্বাধীনতা রূপ রত্ন বিক্রয় করিতেছ,— দিবা রাত্রি আহার নিদ্রা বর্জিত হইয়া দাসত্বেই জীবন ক্ষয় করিতেছ,—এক বার ভ্রম নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর,—অভিমান পরিশূন্য হইয়া বিবিধ ব্যবসায় অবলম্বন কর, এপূণ্যভূমি, এখানে কিছু-রই অভাব নাই, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, উদ্যোগ সহকারে ইহার এবং নিজ নিজ অবস্থা অন্যান্য উপায় দ্বারা উন্নত কর। বর্ত্তমান অভ্যাস পরি-হার কর।

হা অভ্যাস! এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে তো-মার বল ও পরাক্রম স্বীকার না করিবে। যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাকে একেবারে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখ।

সমাপ্ত।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪	৬	পূজনীয়া	পূজনীয়া
৯	৮	ক্ষুধার্থ	ক্ষুধার্ত্ত
১০	৭	পরাঙ্মখ	পরাঙ্মুখ
১১	১০	পুরস্কার	পুরস্কার
২১	২০	সমন	শমন
২৯	৮	ঈশদ্ধাস্য	ঈষদ্ধাস্য
৩০	১৬	শারিরীক	শারীরিক
৩৬	১২	তদ্বিরোধ	তদ্বিরোধী
৩৯	১৯	ভাবতঃ	স্বভাবতঃ
৫৩	৫	সহায়তার	সহায়তায়
৫৩	১২	অগন্য	অগণ্য
৫৫	১১	নিবাশিত	নির্ব্বাসিত
৬১	২০	নিশর	মিশর
৬৩	১৬	তথন	তখন তথায়
৮০	১২	তাঁহারা	যাঁহারা
৮২	১৪	চাত্রদিগকে	ছাত্রদিগকে
৮৬	৮	প্রদুর্ভাব	প্রাদুর্ভাব
৮৬	১৫	তোমার	তোর
৮৭	৩	সুর্য্যামম	সুর্য্যাসম
৮৭	৮	নিবীর্য্য	নির্বীর্য্য